POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
46

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ১৬ই নভেম্বর, 2017 26 সফর 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে- رَبِّ لَا تَذَرۡنِیۡ فَرۡدًا وَّاَنۡتَ خَیۡرُ الۡوٰرِثِیۡنَ

এই দোয়া এই ভবিষ্যত ঘটনার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, খোদা তা'লা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনকারীদের একটি জামাত আমাকে দান করিবেন, যাহারা আমার হাতে তওবা করিবে। অতএব খোদার শোকর যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি বয়াতের পর আমার হাজার হাজার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত শিষ্য এইরূপ পবিত্র পরিবর্তন অর্জন করিয়াছে যে, তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটি নিদর্শন হইয়া গিয়াছে।

পূর্বে আমি একা ছিলাম এবং আমার সহিত কোন জামাত ছিল না। কিন্তু এখন আমার কোন বিরোধী এ বিষয়টিকে গোপন করিতে পারিবে না যে, হাজার হাজার লোক আমার সাথে আছে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৯১ নং নিদর্শন: আজ হইতে ২৫ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া সকল দেশে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ পাঞ্জাবের সকল অংশ, ভারববর্ষ, আরব দেশসমূহ, পারস্য, কাবুল, বোখারা, মোটকথা সকল মুসলিম দেশে ইহা পৌছানো হয়। ইহাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে- رَبِّ لَا تَذَرۡنِیۡ فَرۡدًا وَّاَنۡتَ خَیۡرُ الۡوٰرِثِیۡنَ অর্থাৎ খোদার ওহীতে আমার পক্ষ হইতে এই দোয়া ছিল, হে আমার খোদা! আমি এখন একা। আমাকে একা রাখিও না। তোমার চাইতে উত্তম উত্তরাধিকারী কে আছে? অর্থাৎ যদিও বর্তমানে আমার সন্তানও আছে, পিতাও আছেন এবং ভাইও আছে, তথাপি আধ্যাত্মিক দিক হইতে এখনো আমি একলা আছি। তোমার নিকট হইতে আমি এইরূপ লোক চাহিতেছি, যাহারা আধ্যাত্মিক দিক হইতে আমার উত্তরাধিকার হইবে। এই দোয়া এই ভবিষ্যত ঘটনার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, খোদা তা'লা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনকারীদের একটি জামাত আমাকে দান করিবেন, যাহারা আমার হাতে তওবা করিবে। অতএব খোদার শোকর যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের হাজার হাজার সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমার হাতে বয়াত করিয়াছে। তদ্রূপ কাবুলের আমীরের রাষ্ট্র হইতে অনেক লোক আমার হাতে বয়আত করিয়াছে। আমার জন্য এই কাজ যথেষ্ট যে, হাজার হাজার মানুষ আমার হাতে তাহাদের বিভিন্ন ধরণের পাপ হইতে তওবা করিয়াছে। বয়াতের পর হাজার হাজার মানুষের মধ্যে আমি এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়াছি যে, যতক্ষন খোদার হাত কাহাকেও পবিত্র না করে সে কখনো এইরূপ হইতে পারে না। আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি বয়াতের পর আমার হাজার হাজার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত শিষ্য এইরূপ পবিত্র পরিবর্তন অর্জন করিয়াছে যে, তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটি নিদর্শন হইয়া গিয়াছে। যদিও ইহা ঠিক যে, তাহাদের স্বভাবে পূর্ব হইতেই পুণ্য ও সৌভাগ্যের উপাদান নিহিত ছিল, তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বয়আত করে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মোটকথা খোদার সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে আমি একা ছিলাম এবং আমার সহিত কোন জামাত ছিল না। কিন্তু এখন আমার কোন বিরোধী এ বিষয়টিকে গোপন করিতে পারিবে না যে, হাজার হাজার লোক আমার সাথে আছে। সুতরাং খোদার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এইরূপ হইয়া থাকে, যাহার সাথে খোদার সাহায্য ও সমর্থন থাকে। কে এই কথায় আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে পারে যে, খোদা তা'লা যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হয়, ঐ সময় আমাকে একা ও নিঃসঙ্গ বলিয়া খোদা তা'লাই বর্ণনা করিয়াছেন এবং খোদা ছাড়া আমার সাথে আর কেহ ছিল না। আমি নিজের আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টিতেও তুচ্ছ ছিলাম। কেননা, তাহাদের পথ ও আমার পথ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও কাদিয়ানের সকল হিন্দু এই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইবে যে, আমি প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগে এক অজ্ঞাত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম এবং ঐ সময়ে এইরূপ কোন লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না যে, এইরূপ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের সম্পর্ক স্থাপনকারীরা আমার সাথে যোগ দিবেন। এখন, বল, এই ভবিষ্যদ্বাণী কি অলৌকিক ব্যাপার নহে? মানুষ কি ইহার নিয়ন্ত্রক? যদি মানুষ ইহার নিয়ন্ত্রক হয়, তাহা হইলে বর্তমান যুগ বা পূর্বের যুগ হইতে ইহার কোন দৃষ্টান্ত পেশ কর।

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا وَلَنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیۡ وَقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ اُعِدَّتۡ لِلۡکٰفِرِیۡنَ

(অর্থঃ কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার- এবং এইরূপ করিতে পারিবে না- তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা কর যাহার ইন্ধন মানুষ এবং প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে-অনুবাদক)

৯২ নং নিদর্শনঃ ইহা ঐ মোবাহালা, যাহা আব্দুল হক গযনবীর সহিত অমৃতসরে করা হইয়াছিল। আজ এগার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। উহাও খোদা তা'লার একটি নিদর্শন। আব্দুল হক মোবাহালার জন্য অনেক জিদ করিয়াছিল। তাহার সহিত মোবাহালা করিতে আমার দ্বিধা ছিল। কেননা, যে ব্যক্তির শিষ্যত্বের প্রতি নিজেকে আরোপ করিত সেই মরহুম মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব গযনবী আমার ধারণায় একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যদি আমার যুগ পাইতেন আমি বিশ্বাস করি তিনি আমাকে আমার দাবীর সাথে সাথে গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। কিন্তু ঐ পুণ্যবান পুরুষ আমার দাবীর পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। তাহার বিশ্বাসে যে সকল ভ্রান্তি ছিল তাহা শাস্তিযোগ্য নহে। কেননা, ইজতেহাদী ভুল ক্ষমা করা হয়। দাওয়াত দেওয়ার পর এবং 'হুজ্জাত' পূর্ণ হওয়ার পর শাস্তি আরম্ভ হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি মোত্তাকী ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া থাকিতেন। তিনি নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর একবার আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমি তাহাকে বলিলাম, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার হাতে একটি তলোয়ার। উহার বাঁট আমার হাতে এবং অগ্রভাগ আকাশে। আমি ডানে ও বামে ঐ তলোয়ার চালাইতেছি এবং প্রত্যেক আঘাতে হাজার হাজার বিরুদ্ধবাদী মরিতেছে। ইহার তাবীর (ব্যাখ্যা) কি? তখন তিনি বলিলেন, ইহা 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার তলোয়ার। ইহা এইরূপ একটি হুজ্জত যাহা যমীন হইতে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিবে এবং কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারিবে না। এই যে দেখিলেন কখনো ডানে তলোয়ার চালাইতেছেন এবং কখনো বামে চালাইতেছেন-ইহার অর্থ উভয় ধরণে যুক্তি-প্রমাণ, অর্থাৎ যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং খোদা তা'লার তাজা নিদর্শনাবলীর দলিল আপনাকে দেওয়া হইবে। অতএব এই দুই পদ্ধতিতে পৃথিবীতে 'হুজ্জত' পূর্ণ

এরপর দুইয়ের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হইবে এবং বিরুদ্ধবাদীরা এই সকল দলিলের সামনে পরিণামে নিরুত্তর হইয়া যাইবে, যেন তাহারা মরিয়া যাইবে। তিনি আরো বলেন, যখন আমি পৃথিবীতে ছিলাম তখন আশা করিয়াছিলাম যে, এইরূপ কোন মানুষের কোন জন্ম হইবে। এই কথাগুলি তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত-অনুবাদক)

যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখন একবার খীরবীতে এবং দ্বিতীয়বার অমৃতসরে তাহার সহিত আমার সাক্ষাত হয়। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি ইলহাম-প্রাপ্ত ব্যক্তি। আমার একটি উদ্দেশ্য আছে। এই জন্য আপনি দোয়া করুন। কিন্তু আমি আপনাকে বলিব না কি আমার আকাঙ্খা।তিনি বলেন, (ফার্সী-যাহার অনুবাদ হল- গোপন রাখাতে মঙ্গল আছে। আমি ইনশাআল্লাহ্‌ দোয়া করিতে থাকিব। ইলহাম ইচ্ছাকৃত প্রাপ্তির অধিকারভুক্ত নহে। -অনুবাদক) আমার বক্তব্য এই যে, মোহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম দিনের পর দিন অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। খোদা ইহার সাহায্যকারী হউন। ইহার পর আমি কাদিয়ান চলিয়া আসিলাম। ইহার কয়েকদিন পরে ডাকের মাধ্যমে আমি তাহার চিঠি পাইলাম। উহাতে এই লিখা ছিল। (ফার্সী)

(অর্থ: এই বিনীত লেখক তোমার জন্য দোয়া করিয়াছিল। ফকির-দরবেশের (ইলহামের) সুযোগ পাওয়া খুবই বিরল। তবুও দেখিতেছি তোমার সরলতার জন্যই এলকা (ঐশী ইশারা) পাইলাম- অনুবাদক) وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

মোটকথা আব্দুল হকের অনেক জেদাজেদীর পর আমি তাহাকে লিখিলাম যে, আমি কোন কলেমায় বিশ্বাসী মুসলমানের সহিত মোবাহেলা করিতে চাহি না। সে উত্তরে লিখিল যে, যেক্ষেত্রে আমি তোমার উপর কুফরীর ফতোয়া দিয়া দিয়াছি সেক্ষেত্রে তোমার নিকট আমি কাফের হইয়া গিয়াছি। তাহা হইলে মোবাহালায় আপত্তি কিসের? মোটকথা তাহার কঠোর জেদাজেদীর পর আমি মোবাহালার জন্য অমৃতসরে আসিলাম। যেহেতু মৌলবী আব্দুল্লাহ্‌ সাহেব মরহুমের জন্য আমার আন্তরিক ভালবাসা ছিল এবং এই পদমর্যাদার জন্য আমি তাহাকে আমার অগ্রদূত মনে করিতাম, অথবা যেরূপে ইয়াহিয়া ঈসার পূর্বে আবির্ভুত হইয়াছে, সেহেতু আমার হৃদয় আব্দুল হকের জন্য কোন বদদোয়া পসন্দ করে নাই। বরং আমার দৃষ্টিতে সে দয়া লাভের যোগ্য ছিল। কেননা, সে জানিত না কাহাকে সে মন্দ বলিতেছে। সে নিজের ধারণায় ইসলামের জন্য এক আত্মাভিমান দেখাইতেছিল এবং জানিত না যে, ইসলামের সমর্থনে খোদার অভিপ্রায় কি?

যাহা হউক মোবাহালায় সে যাহা চাহিল তাহা বলিল। কিন্তু আমার দোয়ার লক্ষ্যস্থল ছিল আমারই আত্মা। আমি খোদার দরবারে এই সকাতর প্রার্থনাই করিতেছিলাম যে, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তবে আমাকে মিথ্যাবাদীদের ন্যায় ধ্বংস করিয়া দেওয়া হোক। কিন্তু আমি যদি সত্যবাদী হই তবে খোদা আমাকে সাহায্য ও সমর্থন করুন। আজ হইতে এগারো বৎসর পূর্বে এই মোবাহালা হইয়াছিল। ইহার পর খোদা আমাকে যত সাহায্য ও সমর্থন করিয়াছেন আমি এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে ঐগুলি বর্ণনা করিতে পারি না। ইহা কাহারো নিকট গোপন নহে যে, যখন মোবাহালা করা হইয়াছিল তখন আমার সহিত মাত্র কয়েকজন লোক ছিল, যাহাদিগকে হাতে গোণা যাইত; কিন্তু এখন তিন লক্ষেরও কিছু বেশি লোক আমার নিকট বয়আত করিয়াছেন। আর্থিক সংকট এত বেশি ছিল যে, মাসে কুড়ি টাকাও আসিত না। ধার করিতে হইত। এখন আমার জামাতের সকল শাখা হইতে মাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় হয়। ইহার পর খোদা বড় বড় শক্তিশালী নিদর্শন দেখাইলেন। যে-ই মোকাবেলা করিয়াছে পরিণামে সে-ই বিনাশ হইয়াছে। এই পুস্তকে কেবলমাত্র নমুনাস্বরুপ যে-সকল নিদর্শন লিপিবদ্ধ করা হইল সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে খোদা আমাকে যে কতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। খোদায়ী সাহায্যের হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে কেবল নমুনরাস্বরূপ কয়েকটি এই পুস্তকে লেখা হইল। কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি লজ্জা ও বিচারবোধ থাকে তবে তাহার জন্য এই কয়েকটি নিদর্শনই আমার সত্যায়নের জন্য যথেষ্ট।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-২৪৮)

বারোর পাতার পর...

নয়কো কারো পরে'-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

জার্মানীর একটি খ্যাতনামা সংবাদ মাধ্যম Tagesspiegel -এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই প্রবন্ধে তবলীগাধীন অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কথোপকথনকে উদ্ধৃত করা হয় এবং মহিলাদের প্রসঙ্গে একথাও লেখা হয় যে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন প্রয়োজন ছাড়া এদিক সেদিক ঘুরে না বেড়ায় আর পর্দার প্রতি যত্নবান থাকে। যদি কোন মহিলা মুখমণ্ডল ঢাকতে না পারে তবে সে যেন মেক আপ না করে।

*অধিকাংশ মিডিয়াই জামাতের শান্তিপ্রিয় হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছে। Sueddenutsche Zeitung লিখেছে- মির্যা মাসরূর আহমদ কুরআন করীমের শান্তিপ্রিয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে

খুতবার শেষাংশ.....

ইনি সেনাবাহিনীতে ক্যাপটেন পর্যন্ত পৌঁছানোর পর প্রধানমন্ত্রীর জামাতা হওয়ার সুযোগে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন আর অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নামেন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। দেশ-প্রেমের চেতনা যদি থাকত তাহলে সেনাবাহিনীতে থাকার কথা ছিল আর দেশের খাতিরে কুরবানী দেওয়া উচিত ছিল, ত্যাগ স্বীকার করা উচিত ছিল।

অনুরূপভাবে আহমদীদের ওপর এই অপবাদও আরোপ করা হয় যে, এরা দেশের সেবা করে না, দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু আমি দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে, আজকে পাকিস্তানে আহমদীরাই حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَان ('স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ') এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর ওপর আমল করে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ সব কিছু উৎসর্গ করছে এবং করবে। রাজনৈতিক স্বার্থে শুধু বক্তৃতাই করে না আর রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সম্পর্কও নেই। আমরা ধর্মের খাতিরে প্রাণ বিসর্জনকারী কিন্তু ধর্মের নামে রাজনীতি এবং ধর্মের নামে হত্যাকারী নই। আমরা রসূলে করীম (সা.) কে খাতামান নবীঈন মানি, আন্তরিকভাবে মানি এবং তাঁর সম্মানের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করি এবং করতে প্রস্তুত এবং ইনশাআল্লাহ করে যাব। প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর জন্য এই দোয়া করা আবশ্যক যে, এই দেশ যার জন্য আহমদীরা মহান ত্যাগ স্বীকার করেছে, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে আল্লাহ এই দেশকে নিরাপদ রাখুন, জালেম অত্যাচারী নেতা এবং স্বার্থলোভী আলেমদের হাত থেকে এটিকে রক্ষা করুন এবং এই দেশ যেন পৃথিবীর স্বাধীন এবং সম্মানীয় দেশগুলোর মধ্যে গণ্য হয়। **********

বলেছেন যে, যুদ্ধ করা কখনোই ইসলামের অভিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। সমকামিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কুরআন করীম এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছে, কিন্তু সমকামীদের উপর জুলুম করা উচিত নয়। অন্যান্য সংবাদ পত্রও এই কথাই লিখেছে।

* একজন সাংবাদিক বলেন- আমাকে সব থেবে বেশি ভাল লেগেছে এই বিষয়টি যে, খলীফা প্রত্যেকটি প্রশ্নের সোজাসুজি এবং অকপট উত্তর দিয়েছেন। রাজনীতিকদের মত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দেন নি। প্রশ্নের থেকে মনোযোগ সরে যেতে দেন নি।

*আলইসলাম ওয়েবসাইটে জলসা সালানার কভারেজ এম.টি.এ জার্মানীর সহযোগিতায় অনবরত আপলোড হতে থাকে। সেন্ট্রাল প্রেস এন্ড মিডিয়া অফিসের পক্ষ থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিও আপলোড করা হয়েছে।

* সোশ্যাল মিডিয়াতেও জলসার কভারেজ দেওয়া হয়েছে। ফেসবুকে ৩২টি পোস্ট প্রকাশিত হয়েছে যা ৪ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ দেখেছে এবং ৩৬ হাজার মানুষ পোস্টগুলি পছন্দ করেছে এবং মন্তব্য দিয়েছে। অনুরূপভাবে টুইটারেও জলসা সংক্রান্ত ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার মানুষ জলসার টুইটস দেখেছেন এবং ৫ হাজার ৮০০ মানুষ রিটুইট করেছেন।

(২৮ শে আগস্ট, ২০১৭)

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

স্লোভেনিয়া

সর্ব প্রথম স্লোভোনিয়া থেকে আগত প্রতিনিধি দল হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে। স্লোভোনিয়া থেকে ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল জলসা সালানা জার্মানীতে যোগদান করে। Mr. Gregor Sankovic নামে এক ব্যক্তি যিনি পেশায় উকিল, তিনি বলেন- জলসার অনুষ্ঠান খুব সুন্দর ছিল। জলসার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কয়েকটি ভাষণ স্লোভেনিয়ান ভাষায় অনুবাদ করার তিনি সুযোগ পেয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়েছে। জলসায় আমি অনেক আহমদী বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি। পূর্বে আমি মাত্র কয়েক জনের সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম; কিন্তু এখন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আহমদী মুসলমানরা অতিথিপরায়ণ এবং আগন্তুকদের সঙ্গে বিনম্রতা ও ভালবাসার সঙ্গে আলাপ করে।

এই প্রতিনিধি দলে Urska Zagorc নামে এক অতিথিও ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন- তিনি অর্থনৈতিক সংকট বিষয়ক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,জলসার ব্যবস্থাপনা অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল আর পরিবেশও ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক মানুষ এসেছিলেন আর তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করছিলেন। সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত চিত্তাকর্ষক বিষয় ছিল, উঠে আসতে ইচ্ছা করছিল না। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছা করছিল যাতে তাঁর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করি।

বারবারা নোওয়াক নামে এক অতিথি বলেন-জলসার ব্যবস্থাপনা একশ শতাংশ নয় বরং পাঁচশো শতাংশ নিঁখুত ছিল।

(ক্রমশঃ.....)

জুমআর খুতবা

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ এবং আলেম সমাজ বিষোদগার করে থাকে, তাদের মতে জাতিকে নিজেদের অনুসারী ও সমর্থক বানানোর এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা এটি। আর মুসলমানদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত হেনে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল 'খতমে নবুয়্যত'-এর অস্ত্র। তাই, যখনই কোন রাজনৈতিক দল দুর্বল হতে থাকে, যখনই কোন রাজনীতিবিদের জনপ্রিয়তার মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে আর নামসর্বস্ব ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চায় এবং অন্যান্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন রাজনীতিবিদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তখন আহমদীদের সাথে তাদের সম্পর্ক জড়িয়ে দেখায় আর বলে যে, দেখ! কত বড় অন্যায় হচ্ছে। বিদেশী শক্তির প্রভাবাধীন এসে এরা আহমদীদেরকে মূলধারার মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বা করছে। অথচ তাদের ধারণা অনুসারে আহমদীরা খতমে নবুয়্যত অমান্যকারী।

সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে শাসক দল নিজেদের স্বার্থে একটি আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে শব্দ পরিবর্তন করারসময় আমরা এ বিষয়টিই সামনে এসেছে।

আহমদীয়া জামা'তের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা হল, আমরা কোন বিদেশী শক্তিকে কখনোই বলিনি যে, পাকিস্তানি আইনে পরিবর্তন এনে আইনের দৃষ্টিতে আমাদেরকে মুসলমান বানানো হোক আর আমরা কোন পাকিস্তানি সরকারের কাছেও কখনো এটি ভিক্ষা চাই নি। মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য কোন সংসদ বা সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের কোন সনদেরও প্রয়োজন নেই। আমরা মুসলমান হওয়ার দাবি করি। কেননা, আমরা মুসলমান। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করেছেন। আমরা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কালেমা পাঠ করি। আমরা ইসলামের সকল 'রুকন' এবং ঈমানের সকল স্তম্ভে বিশ্বাস রাখি। আমরা কুরআনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি।

আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) খাতামান নবীঈন বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন এবং একাধিক স্থানে এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, যে ব্যক্তি খতমে নবুয়্যত মানে না আমি তাকে বিধর্মী এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভুত মনে করি। সে আহমদীও নয় আর মুসলমানও নয়। অতএব, আমাদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হয় আর এই মর্মে যে অপবাদ আমাদের ওপর আরোপ করা হয় যে, আমরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নই এবং নাউযুবিল্লাহ মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি না। এটি নিতান্তই এক হীন এবং ঘৃণ্য অপবাদ যা আমাদের প্রতি আরোপ করা হয়।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় লেখনী ও বক্তব্যের উল্লেখ যেখানে মহানবী (সা.)-এর খতমে নবুয়্যতের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলোকে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের চেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠই জ্ঞান করতাম তাহলে তো আমরা অর্থ ব্যয় করে এবং নিজেরা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বব্যাপী কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করার পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম প্রচার করতাম। এখন পর্যন্ত ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে আর কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সেগুলি প্রকাশ পাবে। ১১১টি ভাষায় নির্বাচিত কুরআনের আয়াতের অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে। বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্র এবং বিত্তশালী ধর্মীয় সংগঠনগুলো বলুক তো দেখি যে, তারা কতগুলো ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে?

খাতামান নবীঈনের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম কেবল আমরা আহমদীরাই বুঝি। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া-সংক্রান্ত আল্লাহর যে ঘোষণা রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বদেশীয় ভাষায় তার প্রচার কেবল আহমদীরাই করে চলেছে। এরপরও এরা অপবাদ আরোপ করে যে, আহমদীরা নাউযুবিল্লাহ খতমে নবুয়্যত মানে না।

আজকের আলেমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে আরোপ প্রত্যারোপ করে চলেছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মকে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখিয়ে এবং তাদের দুর্বলতা তাদের সামনে তুলে ধরে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সাহস তাদের নেই। এ-কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত ও তাঁর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের কল্যাণে জামা'তে আহমদীয়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের দৃষ্টিতে আমরা কাফের আর তারা মু'মিন।

পাকিস্তানের সংসদে এদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত শব্দ নির্ণিত হওয়ার কিছু দিন পূর্বে একজন সাংসদ অকারণে সংসদে একটি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা করে। এটি শুধু সাংসদদের মাঝে মিথ্যা আত্মাভিমান জাগানোর উদ্দেশ্যেই ছিল না বরং একই সাথে জনসাধারণকে প্ররোচিত করার আর দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টা ছিল যেন সবাই আহমদীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। আর নিজেকে দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নেতা প্রমাণ করাও তার উদ্দেশ্য ছিল; এই আশায় যে, তার রাজনৈতিক জীবন হয়তো নতুন দিশা লাভ করবে।

এই মিথ্যা এবং অলীক যোদ্ধা বলছে যে, কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নাম ড.আব্দুস সালামের নামে রাখা হোক, আমাদের আত্মাভিমান এমনটি সহ্যই করতে পারবে না । কেননা, আব্দুস সালাম কাফের, আব্দুস সালাম খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাস রাখে না।

তার ভাবা উচিত যে, যিনি নাম রেখেছেন তিনিও তো তাদের পার্টির প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি সেই সাংসদের শ্বশুর মহাশয়ও বটে। তখন কেন আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন নি যখন এই নাম রাখা হচ্ছিল।

পাকিস্তানের সংসদ যদি এ নাম পরিবর্তন করতে চায় সানন্দে করুক। সালাম পরিবার এবং জামা'তে আহমদীয়ার এতে কোন কিছু যায় আসে না।

এরা আরো বলে যে, আহমদীদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা উচিত নয়। পাকিস্তানের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, আজ পর্যন্ত যত আহমদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন তারা দেশের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সচরাচর দেশের জন্য সিপাহী বা জুনিয়র কমিশনার অফিসার বা সর্বোচ্চ কর্ণেল মেজররাই ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু আহমদী তারা, যারা জেনালের র‍্যাংকে পৌঁছেছে আর সামনের সারিতে থেকে শহীদও হয়েছে আহমদী জেনারেলরা।

অনুরূপভাবে আহমদীদের ওপর এই অপবাদও আরোপ করা হয় যে, এরা দেশের সেবা করে না, দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু আমি দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে, আজকে পাকিস্তানে আহমদীরাই حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَان ('স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ') এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর ওপর আমল করে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ সব কিছু উৎসর্গ করছে এবং করবে। রাজনৈতিক স্বার্থে শুধু বক্তৃতাই করে না আর রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সম্পর্কও নেই। আমরা ধর্মের খাতিরে প্রাণ বিসর্জনকারী কিন্তু ধর্মের নামে রাজনীতি এবং ধর্মের নামে হত্যাকারী নই। আমরা রসূলে করীম (সা.) কে খাতামান নবীঈন মানি, আন্তরিকভাবে মানি এবং তাঁর সম্মানের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করি এবং করতে প্রস্তুত এবং ইনশাআল্লাহ করে যাব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৩ অক্টোবর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (১৩ ইখা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ - وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

(সূরা আল আহযাব: ৪১) এই আয়াতের অনুবাদ হল, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের মত পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নয় বরং তিনি আল্লাহ্‌র নবী এবং খাতামান নাবীঈন আর আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ এবং আলেম সমাজ বিষোদগার করে থাকে, তাদের মতে জাতিকে নিজেদের অনুসারী ও সমর্থক বানানোর এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা এটি। আর মুসলমানদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত হেনে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল 'খতমে নবুয়্যত'-এর অস্ত্র। তাই, যখনই কোন রাজনৈতিক দল দুর্বল হতে থাকে, যখনই কোন রাজনীতিবিদের জনপ্রিয়তার মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে আর নামসর্বস্ব ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চায় এবং অন্যান্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন রাজনীতিবিদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তখন আহমদীদের সাথে তাদের সম্পর্ক জড়িয়ে দেখায় আর বলে যে, দেখ! কত বড় অন্যায় হচ্ছে। বিদেশী শক্তির প্রভাবাধীন এসে এরা আহমদীদেরকে মূলধারার মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বা করছে। অথচ তাদের ধারণা অনুসারে আহমদীরা খতমে নবুয়্যত অমান্যকারী আর এই নামধারী ইসলাম দরদিরা দাবি করে যে, রসূলের সম্মানে আমরা কোন ধরণের আঘাত আসতে দিব না আর কখনো এমন জুলম হতে দিব না। এটি কত বড় অন্যায় যে, আহমদীদেরকে মুসলমান গণ্য করা হচ্ছে! একই সাথে এটিও বলে যে, এজন্য আমরা আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছি। প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দল ক্ষমতাসীন হলেও তাদের প্রতিনিধি তাৎক্ষণিকভাবে সংসদে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিবে যে, আহমদীদের কোন অধিকার দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না, বরং একজন পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে, তা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবেই হোক, অল্পবিস্তর যে অধিকার তারা পাচ্ছে তাও হরণ করার জন্য এরা জিগির তোলে। প্রত্যেকের রাজনৈতিক এজেন্ডা রয়েছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আহমদীদেরকে এর মধ্যে টেনে আনা হয়। কেননা, এটি করা খুবই সহজসাধ্য। শাসকদল এবং বিরোধী দলের সাংসদরা প্রতিযোগিতামুলকভাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে শাসক দল নিজেদের স্বার্থে একটি আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে শব্দ পরিবর্তন করারসময় আমরা এ বিষয়টিই সামনে এসেছে। পাকিস্তানে সম্প্রতি খুব হইচই হয়েছে। প্রচার মাধ্যমের সুবাদে এসব কিছু পৃথিবীর সামনে উঠে এসেছে, তাই এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

আহমদীয়া জামা'তের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা হল, আমরা কোন বিদেশী শক্তিকে কখনোই বলিনি যে, পাকিস্তানি আইনে পরিবর্তন এনে আইনের দৃষ্টিতে আমাদেরকে মুসলমান বানানো হোক আর আমরা কোন পাকিস্তানি সরকারের কাছেও কখনো এটি ভিক্ষা চাই নি। মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য কোন সংসদ বা সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের কোন সনদেরও প্রয়োজন নেই। আমরা মুসলমান হওয়ার দাবি করি। কেননা, আমরা মুসলমান। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করেছেন। আমরা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কালেমা পাঠ করি। আমরা ইসলামের সকল 'রুকন' এবং ঈমানের সকল স্তম্ভে বিশ্বাস রাখি। আমরা কুরআনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি। যেভাবে কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা বলেছেন আর যা আমি এখনই তেলাওয়াত করেছি। আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) খাতামান নবীঈন বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন এবং একাধিক স্থানে এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, যে ব্যক্তি খতমে নবুয়্যত মানে না আমি তাকে বিধর্মী এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভুত মনে করি। সে আহমদীও নয় আর মুসলমানও নয়। অতএব, আমাদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হয় আর এই মর্মে যে অপবাদ আমাদের ওপর আরোপ করা হয় যে, আমরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নই এবং নাউযুবিল্লাহ মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি না। এটি নিতান্তই এক হীন এবং ঘৃণ্য অপবাদ যা আমাদের প্রতি আরোপ করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির যুগ থেকেই জামা'তে আহমদীয়া এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ওপর এই অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। যেভাবে আমি বলেছি, বিভিন্ন সময় যখনই স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন পড়ে তখনই এ বিষয়ে তারা উত্তেজনা ছড়ায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর খুতবায় একবার বলেছিলেন যে, আমাদের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয় এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আমরা বলি যে, কীভাবে আমরা খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী হতে পারি? আমরা তো কুরআন পড়ি আর কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান রাখি। আর কুরআন মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন রূপে অভিহিত করেছে। তখন অ-আহমদী আলেমরা এই আপত্তি উত্থাপন করে এবং জনসাধারণকেও তারা এই পাঠই দিয়ে রেখেছে আর আজও এই আপত্তিই করা হয় বরং যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার কারণে, প্রচারমাধ্যমের সুবাদে অন্যান্য দেশের আলেম সমাজও এসব পাকিস্তানি নামধারী আলেমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বলে বসে, নাউযুবিল্লাহ আহমদীরা কুরআন শরীফকেও মানে না। মির্যা সাহেবের ইলহামকেই তারা কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খুতবা জুমা প্রদত্ত, ৪ নভেম্বর, ১৯৫৫)

অথচ আরবের অনেক অধিবাসী যখন সত্য জানার পর বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয় তখন তারা একথাই বলে যে, আমরা যখন আমাদের আলেমদের জিজ্ঞেস করি, জামা'তে আহমদীয়া সম্পর্কে তাদের মতামত কী? তখন তারা এ ধরণের কথাই শোনায় যে, আহমদীরা কুরআন শরীফ মানে না, এরা এক পৃথক কুরআন এবং কিতাব বানিয়ে রেখেছে। এরা মহানবী (সা.) কে শেষ নবী মানে না বরং মির্যা সাহেবকে শেষ নবী মানে। এদের হজ ভিন্ন, এরা হজ করে না, এদের কিবলা ভিন্ন, খানা কাবার দিকে মুখ করে এরা নামায আদায় করে না। আর আরবের এসব অধিবাসীরা বলেন, আমরা যখন বিষয়টি যাচাই করে দেখি তখন আমাদের সামনে এসব আলেমদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। অ-আহমদী মৌলভীদের এসব মিথ্যা কথা এবং আহমদীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের কারণে অনেকের জন্যই তা আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়ে যায়। অতএব, মৌলভীরা মিথ্যা বলে এক দিক থেকে আমাদের তবলীগও করছে।

এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমরা কুরআন মানব না আর মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করব না? যেখানে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহাম কুরআনকে আল্লাহ্‌র কিতাব আখ্যা দেয়, সকল কল্যাণের উৎস আখ্যায়িত করে এবং মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন বলে তাঁর ইলহামে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন সম্পর্কে তাঁর একটি ইলহাম রয়েছে- اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْآن (আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা: ৫৭) সকল কল্যাণ কুরআনেই নিহিত আছে। অনুরূভভাবে, তিনি বলেছেন, যে কুরআনকে সম্মান দিবে সে আকাশে বা উর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩)

তিনি কোথাও বলেনি যে, আমার ইলহামকে সম্মান কর। তাঁর ইলহাম কুরআনের সেবক, এগুলোর স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র কোন অবস্থান নেই। আমাদের যে কল্যাণই সন্ধান করতে হয়, যে দিক-নির্দেশনাই অন্বেষণ করতে হয় এবং সমাজের যে কোন বিষয়ে নির্দেশনা নিতে হয় তা আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই নিয়ে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক ইলহামও এসব বিষয়কে স্পষ্ট করে এবং এর ব্যাখ্যা করে। অনুরূপভাবে, মহানবী (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অগণিত উদ্ধৃতি রয়েছে, এছাড়া একটি ইলহামও রয়েছে যাতে খাতামান নবীঈন শব্দও ব্যবহার হয়েছে। আর ইলহামটি হল- صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ وَخَاتَمِ النَّبِيّٖنَ 'অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি আদম সন্তানদের সর্দার ও খাতামুল আম্বিয়া (সা.)।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯৭)

আর বিভিন্ন সময় দুই-তিনবার এই ইলহামটিতাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আরো একটি ইলহাম রয়েছে আর তা হল- كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ, সকল কল্যাণ মুহাম্মদ (সা.) থেকে উৎসারিত হয়।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ৭৩)

পুনরায় তিনি তাঁর পুস্তিকা তাজাল্লিয়াতে এলাহীয়ায় লিখেন- "আমি যদি রসূলে করীম (সা.)-এর উম্মত না হতাম আর তাঁর অনুসরণ না করতাম তাহলে আমার পুণ্য কর্ম পৃথিবীর সকল পাহাড়ের তুল্য হলেও আমি বাক্যালাপও কথোপকথোনের এই সম্মান লাভ করতাম না। কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতিরেকে সকল নবুয়্যতের দ্বার রুদ্ধ।

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৪১১-৪১২)

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও মহানবী (সা.)-এর অধীনস্থ এবং তাঁর সব ইলহামও কুরআনের অধীনস্থ আর কুরআনের ব্যাখ্যা মাত্র।

আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলোকে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের চেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠই জ্ঞান করতাম তাহলে তো আমরা অর্থ ব্যয় করে এবং নিজেরা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বব্যাপী কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করার পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম প্রচার করতাম। এখন পর্যন্ত ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে আর কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সেগুলি প্রকাশ পাবে। ১১১টি ভাষায় নির্বাচিত কুরআনের আয়াতের অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্র এবং বিত্তশালী ধর্মীয় সংগঠনগুলো বলুক তো দেখি যে, তারা কতগুলো ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে? খাতামান নবীঈনের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম কেবল আমরা আহমদীরাই বুঝি। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া-সংক্রান্ত আল্লাহর যে ঘোষণা রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বদেশীয় ভাষায় তার প্রচার কেবল আহমদীরাই করে চলেছে। এরপরও এরা অপবাদ আরোপ করে যে, আহমদীরা নাউযুবিল্লাহ খতমে নবুয়্যত মানে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে খতমে নবুয়্যতের যে জ্ঞান ও ব্যুতপত্তি দান করেছেন, খতমে নবুয়্যতের ধ্বজাধারী হওয়ার দাবিদাররা তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

আমরা কি মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি কি না– এ কথা স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার এবং আমার জামা'তের প্রতি এই অপবাদ আরোপিত হয় যে, আমরা মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন মানি না, এটি আমাদের উপর এক ভয়াবহ অপবাদ। আমরা যে দৃঢ়বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া মানি এবং বিশ্বাস করি এর লক্ষ ভাগের একভাগও অন্যরা মানে না। আর তাদের মাঝে সেই হৃদয়ই নেই। যে নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতের রয়েছে তারা তা বুঝেই না। তারা কেবল পিতৃপুরুষের কাছে একটি শব্দ শুনে রেখেছে কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা জানেনা খতমে নবুয়্যত কাকে বলে আর এর ওপর ঈমান আনার প্রকৃত মর্ম কী। কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে (যা সম্পর্কে খোদাই ভাল জানেন) মহানবী (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে বিশ্বাস করি আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে খতমে নবুয়্যতের পুরো অর্থ এমনভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, এই তত্বজ্ঞানের পানীয় যা আমাকে পান করানো হয়েছে তার এক বিশেষ স্বাদ আস্বাদন করি যা অনুমান করা তারা ব্যতীত আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয় যারা এই প্রস্রবণ থেকে পান করেছে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২)

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- "আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী দিয়েছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, খাতামুল আরেফীন এবং খাতামুন নাবীঈন (শ্রেষ্ঠ মু'মিন, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ নবী।) একইভাবে, তাঁর প্রতি সেই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যা সর্বাঙ্গীণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন যাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যত সমাপ্ত হয়েছে। নবুয়্যত এই অর্থে সমাপ্ত হয় নি যেভাবে কেউ গলাটিপে কাউকে খতম করে (বা মেরে ফেলে।) এমন খতম বা শেষ করা গৌরবের কারণ হয় না বরং মহানবী (সা.) সত্তায় নবুয়্যতের সমাপ্তি হওয়ার অর্থ হল প্রকৃতিগতভাবে নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো তাঁর সত্তায় সমাপ্ত হয়েছে । অর্থাৎ, সেই সকল বহুবিধ শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাকাষ্ঠা যা আদম থেকে আরম্ভ করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবীদের দেওয়া হয়েছে, কাউকে কোনটি দেয়া হয়েছে আর কাউকে অন্য কোনটি, এর সবই হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্তায় সমবেত করা হয়েছে। আর এভাবেই তিনি প্রকৃতিগতভাবে খাতামান নবীঈন গণ্য হলেন। অনুরূপভাবে, সেই সমূহ শিক্ষা (যাবতীয় শিক্ষা) ওসীয়্যত (অর্থাৎ, তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) এবং তত্ত্বজ্ঞান (যা পূর্বের বিভিন্ন পুস্তকে চলে আসছিল) কুরআনী শরীয়তে পূর্ণতা লাভ করেছে আর এভাবে কুরআনে করীম খাতামান কুতুব গণ্য হল।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪১)

অতএব, এটি সেই সত্য যা সম্পর্কে আমাদের বিরোধীরা অনভিজ্ঞ আর তারা যে সমস্ত আলেমের ফাঁদে পড়েছে, তারা নিজেদের জাল থেকে এদের বের হতে দিতে চায় না, কেননা এই সত্য যদি তাদের অন্ধ অনুসারীরা জেনে যায় তাহলে ধর্মকে যে তারা ব্যাবসা বানিয়ে রেখেছে তা আর চলবে না।

এক জায়গায় তিনি (আ.) খাতামান নবীঈনের অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন- "খতমে নবুয়্যত সম্পর্কে আমি পুনরায় বলতে চাই যে, খাতামুন নাবীঈন-এর প্রধান অর্থ হল নবুয়্যত-সংক্রান্ত বিষয়াদি আদম থেকে আরম্ভ করে মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণতা পেয়েছে। এটি হচ্ছে মোটা ও বাহ্যিক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হল নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠত্বের বৃত্ত মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি সত্য আর পরম সত্য কথা যে, কুরআনে করীম অসম্পূর্ণ কথাগুলোকে পূর্ণতা দিয়েছে আর নবুয়্যত সমাপ্ত হয়েছে। (অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি যে সমস্ত বিষয় অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোর মান তত উন্নত ছিল না; কুরআন সেই শিক্ষাকে চরম উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। আর তাঁর প্রতি কুরআনী শরীয়ত নাযেল করা হয়েছে এবং এখানে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কোন মানুষ এর চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষে পৌঁছাতেই পারত না যা কুরআনের মাধ্যমে পৌঁছেছে আর তা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, এজন্য ইসলাম اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ - (আল-মায়েদা: ৪) এর সত্যায়নকারী হয়ে গেছে। বস্তত এগুলো নবুয়্যতের নিদর্শন, এগুলোর অবস্থা এবং গভীরতা নিয়ে বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই। মূলনীতি পরিস্কার ও সুস্পষ্ট আর সেই গুলো প্রমাণসিদ্ধ সত্য আখ্যায়িত হয়েছে। এই বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া মু'মিনের জন্য আবশ্যক নয়, ঈমান আনা আবশ্যক। যদি কোন বিরোধী আপত্তি করে আমরা তাদের বাধা দিতে পারি আর সে যদি বিরত না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, প্রথমে নিজেদের আনুষাঙ্গিক বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করুক (এর যে আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি রয়েছে প্রথমে সেগুলোর প্রমাণ করুক যে, তারা কীভাবে সেগুলোর সমাধান করছে।) বস্তত নবুয়্যতের মোহর মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি নিদর্শন (অর্থাৎ, তাঁর খাতামান নবীঈন হওয়া তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত।) যার প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমান মু'মিনের জন্য আবশ্যক।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৬-২৮৭)

অতএব, কেউ যদি খতমে নবুয়্যতের অমান্যকারী হয়ে থাকে, যেভাবে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি বলেন– এমন ব্যক্তি মুসলমানই নয়, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। এরপর খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের যে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- "খতমে নবুয়্যতকে এভাবে বুঝতে পারি যে, যেখানে যুক্তিপ্রমাণ ও তত্ত্বের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটে সেই সীমরেখাকেই খতমে নবুয়্যত নাম দেওয়া হয়েছে। এরপর নাস্তিকের মত সমালোচনা করা বেঈমানদের কাজ। সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিষয়াদি থেকে থাকে। এগুলো বুঝার বিষয়টি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। (মানুষের মাঝে যদি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান থাকে আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি নূর বা জ্যোতিও লাভ হয় তবেই এসব বুঝা সম্ভব।) তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর আগমণের কল্যাণে ঈমান এবং তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেছে, অন্যান্য জাতি জ্যোতিঃ লাভ করেছে, অন্য কোন জাতিকে জ্যোতির্ময় ও সুস্পষ্ট শরীয়ত দেওয়া হয় নি, যদি পেত তাহলে কি তা আরবের ওপর কোনও প্রভাবই ফেলতে পারত না? (অন্যান্য জাতি পরিপূর্ণ শরীয়ত পায় নি। যে সমস্ত নবী এসেছেন তাঁরা স্ব স্ব অঞ্চলে এসেছেন।) তিনি (আ.) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, আরবরা খোদা সম্পর্কে বা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানত না। যারা জানত এবং যাদের যোগাযোগও ছিল তারাও মানে নি। কেননা, সেগুলো পরিপূর্ণ শরীয়ত ও পূর্ণমাত্রার জ্যোতিঃ ছিল না। (অন্যান্য ধর্মে যদি পূর্ণাঙ্গীন জ্যোতিঃ থাকত তাহলে আরবদের উপরও এর প্রভাব পড়ত।) তিনি (আ.) বলেন, আরব থেকে সেই সূর্য উদিত হয়েছে যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে, সকল জনপদের উপর স্বীয় জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। (এটি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) -এর পবিত্র মর্যাদা, তিনি সেই দীপ্তিমান সূর্য যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে। সকল স্থান, সকল প্রান্ত এবং সকল শহরকে তিনি আলোকোদ্ভাসিত করেছেন।) তিনি (আ.) বলেন, কুরআনই কেবল এই গর্ব করতে পারে যে, তৌহিদ এবং নবুয়্যতের বিষয়ে এটি পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হতে পারে। (একত্ববাদ এবং নবুয়্যত-সংক্রান্ত যে বিষয়াদি আল্লাহ্তা'লা কুরআনে বর্ণনা করেছেন তা এমন যুক্তিপ্রমাণ যা পূর্বের কোন ধর্মকে দেওয়া হয়নি। অতএব, এই হল শরীয়ত সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ আর মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া আখ্যায়িত হওয়ার অর্থ।) তিনি (আ.) বলেন, এটি গর্বের বিষয় যে, মুসলমানরা এমন গ্রন্থ লাভ করেছে। যারা আক্রমণ করে এবং ইসলামের নির্দেশনা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি করে তারা অভ্যন্তরীণভাবে পুরোপুরি অন্ধ এবং ঈমানহীনতার ভিত্তিতে কথা বলে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৩)

অতএব, একমাত্র ইসলামই আরব থেকে যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেছে। আর আজ পর্যন্ত নিজের প্রকৃত শিক্ষাসহ পৃথিবীর সকল প্রান্তে প্রসার লাভ করছে। জামা'তে আহমদীয়া আজ নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য এবং উপায় ও উপকরণের ভিত্তিতে একত্ববাদ ও নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদাকে পৃথিবীর সকল শহর, গ্রাম এবং অলিতে-গলিতে প্রচার করে চলেছে। অতএব, একমাত্র আমরাই খতমে নবুয়্যত এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত

করেছেন। আর তিনি কেবল মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিতই করেন নি বরং এও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর শিক্ষা এতটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে যে, সেসব নবীর প্রকৃত মর্যাদা ও সত্যতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না যে, তারা সত্য ছিলেন কিনা। এটিও রসূলে করীম (সা.)-এর প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা যা পূর্বের নবীদের সত্যতা এবং তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছে। তিনি (আ.) বলেন- "সেটিই পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা হতে পারে যা সামগ্রিকভাবে মানুষের শক্তিবৃত্তির প্রতিপালক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকে আর শুধু একটি দিকের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান করে না। ইঞ্জিলের শিক্ষা দেখ তা কী বলে আর এর বিপরীতে মানবীয় শক্তিবৃত্তি-সংক্রান্ত কী শিক্ষা দেয়? মানবীয় শক্তিবৃত্তি এবং প্রকৃতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ (মানুষের প্রকৃতি ও শক্তিবৃত্তি আল্লাহর গ্রন্থের ব্যবহারিক রূপ।) তাই, তার আক্ষরিক গ্রন্থ যাকে কিতাবুল্লাহ (কুরআন) বলা হয় অথবা একে ঐশী শিক্ষা বলতে পার তা বাহ্যিক কাঠামো এবং গঠনের বিপরীত ও বিরোধী কীভাবে হতে পারে? (আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আক্ষরিক গ্রন্থে যে নির্দেশনা ও শিক্ষা দিয়েছেন সেটি হল পবিত্র কুরআন, একে কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর গ্রন্থ বলা হয়। আর প্রকৃতিগত শিক্ষা মানবীয় বিভিন্ন অবস্থার বিরোধী হতে পারে না। কেননা তিনি (আ.) বলেছেন, মানব প্রকৃতি এবং মানুষের শক্তিবৃত্তির অবস্থা ও ক্ষমতা খোদা তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ আর শরীয়ত হল তাঁর আক্ষরিক গ্রন্থ।) তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে মহানবী (সা.) যদি না আসতেন তাহলে পূর্বের নবীদের চারিত্রিক সৌন্দর্য, পথ-নির্দেশনা, নিদর্শনাবলী এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব ও পবিত্রকরণ শক্তি প্রশ্নবিদ্ধ হত। কিন্তু রসূলে করীম (সা.) এসে তাদের সবাইকে পবিত্র আখ্যা দিয়েছেন। (তিনি এসে সকলের সত্যায়ন করেছেন) তাই তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শনাবলী সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল আর তা অনন্ত ও অপরিসীম। অতএব, তাঁর নবুয়্যত বা তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শন নিয়ে আপত্তি করা এমনই বিষয় যেভাবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দেখেও কোন নির্বোধ অন্ধ বলে বসে, এখনও রাতই রয়েছে। আমি পুনরায় বলছি যে, অন্যান্য ধর্ম আজ পর্যন্ত অন্ধকারেই থেকে যেত যদি না মহানবী (সা.) আসতেন। ঈমান ধ্বংস হয়ে যেত আর পৃথিবী অভিশাপ ও খোদার আযাবে ধ্বংস হয়ে যেত। ইসলাম প্রদীপের মত দীপ্তমান যা অন্যদেরকেও অন্ধকার থেকে বাইরে এনেছে। তওরাত পড়লে জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা পাওয়াই কঠিন হয়ে যায়। ইঞ্জিলকে দেখ, এতে একত্ববাদের চিহ্নই দেখা যায় না। এখন বল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় গ্রন্থই খোদার পক্ষ থেকে ছিল আর আছে, কিন্তু এতে কোন্ আলো পাওয়া যেতে পারে? প্রকৃত জ্যোতিঃ যা পরিত্রাণের জন্য আবশ্যক তা ইসলামেই রয়েছে। একত্ববাদকেই দেখ, কুরআনের যে জায়গাই খুলবে না কেন উন্মুক্ত তরবারির মত একে শিরকের মূলকে কর্তন করতে দেখবে। অনুরূপভাবে, নবুয়্যতের প্রতিটি দিক এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে যে, এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮২-২৮৩)

অতএব, এটি হল খতমে নবুয়্যত-সংক্রান্ত সেই ব্যুৎপত্তি যা তিনি আমাদের দিয়েছেন। আজকের আলেমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে আরোপ প্রত্যারোপ করে চলেছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মকে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখিয়ে এবং তাদের দুর্বলতা তাদের সামনে তুলে ধরে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সাহস তাদের নেই। এ-কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত ও তাঁর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের কল্যাণে জামা'তে আহমদীয়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের দৃষ্টিতে আমরা কাফের আর তারা মু'মিন।

স্বীয় দাবির স্বরূপ স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) তাঁর এক পুস্তকে বলেন- " এমন দুর্ভাগা মিথ্যা দাবিদার যে নিজে নবী এবং রসূল হওয়ার দাবি করে সে কি কুরআনের উপর ঈমান রাখতে পারে? আর এমন ব্যক্তি যে কুরআন শরীফের উপর রাখে এবং وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -কে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে, সে কি বলতে পারে যে, আমিও মহানবী (সা.)-এর পর রসূল এবং নবী? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত যে, এই অধম কখনো আর কোন সময় বাস্তবিক অর্থে স্বতন্ত্র নবী ও রসূল হওয়ার দাবি করে নি। রূপকভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করা এবং অভিধানের সাধারণ অর্থের দিক থেকে কথাবার্তায় ব্যবহার করা আবশ্যকীয়ভাবে কুফর বা অস্বীকার করা নয় (অর্থাৎ, তাকে কাফের সাব্যস্ত করে না।) কিন্তু আমি এটিও পছন্দ করি না। কেননা, এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তথাপি সেই কথোপকথোন ও বাক্যালাপ যা মহাসম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে আমার সাথে হয়েছে,যাতে নবুয়্যত ও রিসালত শব্দটি অজস্র ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে আমি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কারণে গোপন করতে পারি না। (আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন তাই আমি তা গোপন করতে পারি না।) কিন্তু বার বার বলছি যে, সেই সব ইলহামে আমার জন্য 'মুরসাল', 'রসূল' এবং 'নবী'-সংক্রান্ত যে শব্দগুলি এসেছে বস্তুত সেগুলি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আর সত্যিকার মর্ম, খোদার সম্মুখে আমি যার সাক্ষ্য দিচ্ছি তা হল আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বিয়া আর তাঁর পর কোন নবী আসবে না। পুরোনোও নয় আর নতুনও নয়।

وَمَنْ قَالَ بَعْدَ رَسُوْلِنَا وَسَيِّدِنَا اِنِّيْ نَبِيٌّ اَوْ رَسُوْلٌ عَلٰى وَجْهِ الْحَقِيْقَةِ وَالْاِفْتِرَآءِ وَتَرَكَ الْقُرْاٰنَ وَ اَحْكَامَ الشَّرِيْعَةِ الْغَرَّاءِ فَهُوَ كَافِرٌ كَذَّابٌ

তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত আমাদের ধর্ম হল– যে ব্যক্তি স্বাধীন ও সতন্ত্র অর্থে নবী হওয়ার দাবি করে আর রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণরাজির আঁচল থেকে স্বীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এবং এই পবিত্র প্রস্রবণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই সরাসরি নবী হতে চায় সে অবিশ্বাসী এবং বিধর্মী। খুব সম্ভব এমন ব্যক্তি নিজের জন্য নতুন কোন কলেমা উদ্ভাবন করবে আর নতুন ইবাদত-পদ্ধতির প্রবর্তন করবে এবং বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করবে। অতএব, এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুসায়লেমা কাযযাবের ভাই আর তার কাফের হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমন নোংরা ব্যক্তি সম্পর্কে কীভাবে বলা যেতে পারে যে, সে কুরআনে করীমকে মান্য করে ও এর উপর বিশ্বাস রাখে?"

(আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা: ২৭-২৮-এর টীকা)

অতএব, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এবং তাঁর শরীয়তের অনুসরণের ফলে আল্লাহ তা'লা যাকে সম্মানিত করেন সে তো সম্মানিত হতে পারে। অন্য কেউ নয় আর তাঁর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেউ নিজেকে মুসলমানও বলতে পারে না। পুনরায় সমধিক স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন- "আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর এ বিশ্বাসও রাখি যে, আমাদের মান্যবর হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নবী ও রসূল আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আমরা এই কথার উপরও বিশ্বাস রাখি যে, তিনি খাতামুল আম্বিয়া এবং তাঁর পর কোন নবী নেই। কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যার তরবিয়ত তাঁর কল্যাণময় শিক্ষা থেকে লাভ হয়েছে। [যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হয়েছে] এবং যার আবির্ভাব হয়েছে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে। আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের ওলীদের স্বীয় কথোপকথোন ও বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত করেন আর তাদেরকে নবীদের রঙে রঙীন করা হয় কিন্তু তারা প্রকৃত (স্বাধীন ও সতন্ত্র) নবী হন না। কেননা, কুরআন শরীয়তের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেছে। আর তাদেরকে কুরআনের জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয় কিন্তু তারা কুরআনে কিছু সংযোজনও করে না আর বিয়োজনও করে না। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফে কোন কিছু সংযোজন করে বা বিন্দু মাত্রও বিয়োজন করে সে শয়তান এবং পাপাচারী।

আমরা খতমে নবুয়্যতের এই অর্থই করি যে, আমাদের নবী করীম (সা.) যিনি সকল নবী ও রসূলদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের সকল উৎকর্ষ পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। আর আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী (সা.)-এর পর নবুয়্যতের মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই উপনীত হতে পারে, যে তাঁর উম্মতভুক্ত হবে এবং তাঁর পূর্ণ অনুসারী ও অনুগামী হবে আর সে সমস্ত কল্যাণ মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতা হতেই লাভ করবে এবং তাঁর আলোতে আলোকিত হবে। এই মর্যাদা স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নয় আর এটি আত্মাভিমান প্রদর্শনেরও বিষয় নয়। এ নবুয়্যত পৃথক নবুয়্যত নয় আর এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই বরং স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.)-ই অন্য আয়নায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা আয়নায় তার চেহারা দেখালে, তা দেখে সে মিথ্যা আত্মাভিমান বোধ করে না, কেননা শিষ্য এবং সন্তানদের বিরুদ্ধে আত্মাভিমান জাগে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে আসে, বস্তুত সে সেই (পূর্বের ব্যক্তিই)। কেননা, সে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলীনতার মার্গে উপনীত হয় এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সত্তার রঙে রঙিন থাকে, তাঁরই চাদরে আবৃত থাকে এবং তাঁরই সত্তা থেকে আধ্যাত্মিকরূপে অস্তিত্ব লাভ করে। তাঁর কল্যাণরাজীর মাধ্যমেই তার সত্তা উৎকর্ষতার পরম মার্গে উপনীত হয় আর এটি সেই সত্য যা মহনাবী (সা.)-এর কল্যাণের সাক্ষী। মানুষ মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য এইসব অনুসারীদের পোশাকেই দেখে যারা পূর্ণ ভালোবাসা এবং পবিত্রতার কারণে তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে গেছে। আর এর বিরুদ্ধে বিতর্ক করা এক প্রকার অজ্ঞতা। কেননা তিনি যে নিঃসন্তান ছিলেন না, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এটি তারই একটি প্রমাণ। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি (সা.) দৈহিকভাবে কোন পুরুষের পিতা ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর রিসালাতের কল্যাণরাজির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি (সা.) প্রত্যেক সেই ব্যক্তির পিতা যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে পরম মার্গে পৌঁছায়। তিনি সকল নবীর 'খাতাম', সকল গৃহীতজনেদের সর্দার। এখন খোদার সন্নিধানে সেই ব্যক্তিই পৌঁছতে পারে যার কাছে মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের মোহরের ছাপ থাকবে এবং তার সুন্নতের উপর পুরোপুরি আমলকারী হবে। এখন কোন কর্ম বা ইবাদত তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতি ছাড়া, তাঁর ধর্মের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত

হবে না। আর যে ব্যক্তি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে আর নিজের সামর্থ্য এবং শক্তি অনুসারে তাঁর অনুসরণ করে নি সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর পর এখন আর কোন শরীয়ত আসতে পারে না। আর কোন গ্রন্থ এখন তাঁর আদেশাবলীকে রদ করতে পারে না। কেউ তাঁর পবিত্র উক্তিতেও পরিবর্তন আনতে পারে না। কোন বৃষ্টি তাঁর মুষলধরায় বৃষ্টি সদৃশ হতে পারে না। (আধ্যাত্মিক বৃষ্টি) যে কুরআনের অনুসরণ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর এখন কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারে না যতক্ষণ না সেই সব কথার অনুসরণ করবে যা মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে উৎসারিত ও প্রমাণিত। যে তাঁর নিদর্শনাবলীর একটিকেও পরিত্যাগ করে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই উম্মতের নবী হওয়ার দাবি করে আর একই সাথে এই বিশ্বাস রাখে না যে, সে শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁর উত্তম আদর্শ ছাড়া সে তুচ্ছ বস্তু মাত্র আর কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত- সে ধ্বংস হয়ে গেছে। সে পাপাচারি এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যে ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করে আর একই সাথে তার এই বিশ্বাস থাকে না যে, সে তাঁরই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, সে যা কিছু পেয়েছে তাঁরই কল্যাণেই পেয়েছে আর তাঁরই বাগানের একটি ফল আর তাঁরই মুষলধরায় বৃষ্টির একটি বিন্দু আর তাঁর জ্যোতির একটি কিরণ মাত্র- সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, তার ওপর এবং তার সাথী, অনুসারী এবং সাহায্যকারীদের ওপর খোদার অভিশাপ এবং অভিসম্পাত। (মসীহ্ মওউদ (আ.) নিশ্চয় নিজের ওপর এবং জামাতের প্রতি এই অভিশাপ দিচ্ছেন না, বরং এর অর্থ হল- মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছ থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছেন, তিনি সেই মর্যাদায় পৌঁছেছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর অনুসরণে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে শরীয়ত বিহীন নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন।) তিনি বলছেন যে, আকাশের নিচে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন নবী নেই। কুরআন ব্যতীত আমাদের কোন গ্রন্থ নেই। যে ব্যক্তি এ বিরোধিতা করেছে সে নিজেকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।"

(মোয়াহেবুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৬৯৯-৭০১)

তিনি বহু জায়গায় অত্যন্ত পরিস্কারভাবে খতমে নবুবয়্যতের প্রকৃত অর্থ, মর্ম আর এর মর্যাদার মোকাবেলায় নিজের মর্যাদা স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন: মুসলমানরা যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারী হত তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কী ছিল? এক জায়গায় তিনি বলেন - " জাগতিক উপমার মধ্যে থেকে খতমে নবুয়্যতের উপমা আমরা এভাবে দিতে পারি যেভাবে চন্দ্রের সূচনা হয় হেলাল বা শশীকলার মাধ্যমে আর চতুদর্শীতে গিয়ে সেটি পূর্ণতা লাভ করে। যখন তাকে বদর বলা হয়। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) এর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে। যারা এ বিশ্বাস রাখে যে, নবুয়্যতের ধারার অবসান ঘটেছে আর তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ইউনুস বিন মাত্তার ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করে, তারা এই সত্য উপলব্ধিই করে নি। আর রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণরাজি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এবং মাহাত্ম্যের কোন জ্ঞানই তারা রাখে না। বোধশক্তির এই দুর্বলতা এবং জ্ঞানের এই স্বল্পতা সত্ত্বেও আমাদেরকে বলে যে, আমরা খতমে নবুয়্যত অস্বীকার করি। (নিজেরা তো বুঝেই নি অথচ আমাদেরকে বলে যে, আমরা খতমে নবুয়্যতকে অস্বীকার করি।) এমন ব্যাধিগ্রস্থদের আমি কী বলব আর তাদের জন্য কীই-বা আক্ষেপ করব ? তাদের অবস্থা যদি এমন না হত, তারা যদি ইসলামের প্রকৃত মর্ম, তত্ত্ব থেকে দূরে সরে না যেত, (আজকের মুসলমানদের যে অবস্থা এই অবস্থা যদি এমন না হত অর্থাৎ তারা ইসলামের অর্থই তারা বুঝে না। ইসলাম থেকে যদি তারা দূরে সরে না যেত) তবে আমার আসার প্রয়োজন কি ছিল? (যদি তাদের ঈমান সঠিক হত এবং তাদের আধ্যাত্মিকতা যদি নিখুঁত থাকত তাহলে তাঁর আসার আর প্রয়োজনই বা কী ছিল?) এদের ঈমানী অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে আর এরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ, অনবহিত। নতুবা সত্যবাদীর শত্রুতা করার তাদের কোন কারণ ছিল না, যা অবশেষে মানুষকে কাফের বানিয়ে দেয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২-৩৪৩)

অর্থাৎ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরীত এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় যে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তার প্রতি শত্রুতার কোন কারণ ছিল না, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। কেননা আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা রাখা মানুষকে অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয়। অতএব, এরা যেহেতু আমাদেরকে কাফের আখ্যা দেয় তাই মুসলমান কালেমা পাঠকারীকে যে কাফের আখ্যা দেয় তার এ আখ্যা দেওয়া তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসও রয়েছে।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুদ দলীল আলা যিয়াদাতুল ঈমান)

অতএব, যারা আমাদেরকে কাফের বলে তারা নিজেরাই এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। তাই সহানুভুতির প্রেরণা নিয়ে আমরা এসব কালেমা পাঠকারীদেরকে এটিই বলব যে, নিজেদের প্রতি দয়া কর, দেখ আর বুঝ যে খোদার অভিপ্রায় কি আর তিনি বলতে চাইছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, কামনা করি সৎ প্রকৃতির মুসলমানদের জন্য এগুলো যেন হেদায়াতের কারণ হয়! আমাদেরকে অভিযুক্ত করার পরিবর্তে তারা যেন নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে!

পাকিস্তানের সংসদে এদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত শব্দ নির্ণিত হওয়ার কিছু দিন পূর্বে একজন সাংসদ অকারণে সংসদে একটি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা করে। এটি শুধু সাংসদদের মাঝে মিথ্যা আত্মাভিমান জাগানোর উদ্দেশ্যেই ছিল না বরং একই সাথে জনসাধারণকে প্ররোচিত করার আর দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টা ছিল যেন সবাই আহমদীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। আর নিজেকে দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নেতা প্রমাণ করাও তার উদ্দেশ্য ছিল। এই আশায় যে, তার রাজনৈতিক জীবন হয়তো নতুন দিশা লাভ করবে। কিন্তু সেখানকার কতক বিবেকবান রাজনীতিক, প্রচার মাধ্যম এবং ভদ্র শ্রেণীর মানুষ এর নিন্দাও করেছে। তাই এদিক থেকেও আমাদের আশা রাখা উচিত যে, পাকিস্তানে এমন ভদ্র শ্রেণি আছে যারা অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে। তারা সেই সাংসদের সামনে সত্যও তুলে ধরেছেন, আর প্রশ্ন করেছেন যে, তুমি যে আপত্তি করছ সেই আপত্তির ভিত্তি কি?

এই মিথ্যা এবং অলীক যোদ্ধা বলছে যে, কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নাম ড.আব্দুস সালামের নামে রাখা হোক, আমাদের আত্মাভিমান এমনটি সহ্যই করতে পারবে না । কেননা, আব্দুস সালাম কাফের, আব্দুস সালাম খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাস রাখে না।

তার ভাবা উচিত যে, যিনি নাম রেখেছেন তিনিও তো তাদের পার্টির প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি সেই সাংসদের শ্বশুর মহাশয়ও বটে। তখন কেন আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন নি যখন এই নাম রাখা হচ্ছিল। বস্তুত, এর মূল কারণ হল সেই পার্টির উপর অভিযোগ আরোপিত হচ্ছে আর এদের ধারণা এখন রক্ষা পাওয়ার একটাই উপায় আর তাহল আহমদীদের বিরুদ্ধে মুখে যা আসে তাই বকতে থাক।

আহমদীদের যতদূর সম্পর্ক, নাম রাখল কি রাখল না- তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, বরং ড. আব্দুস সালামের সব থেকে কাছের মানুষ যারা তারা হলেন তার সন্তান-সন্ততি। যে দিন এর নাম রাখা হয়েছে সেদিনই ড. সালাম সাহেব মরহুম এর পুত্র এবং তার সকল সন্তান-সন্ততি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখেছিলেন, এর কোন উত্তর আসে নি। তারা লিখছেন যে, আমরা আশ্চর্য হই যে, ড. সাহেবের ইন্তেকালের ২০ বছর পর পাকিস্তান সরকার ভাবল যে, পাকিস্তানের এই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর নামে কোন বিভাগের নাম রাখা উচিত। তার সন্তানরা এটিও লিখেছেন যে, যদিও আমার পিতাকে পাকিস্তানের আইন অমুসলিম আখ্যা দিয়েছিল আর এর জন্য আমরা মর্মাহত ছিলাম কিন্তু তা সত্তেও তিনি তার পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন নি। বরং তাকে যুক্তরাজ্য, ইতালি এমন কি ভারতের পক্ষ থেকেও নাগরিকত্ব প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি বলেন যে, আমি সব সময় পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম এবং বিশ্বস্ত থাকব আর এর উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করে যাব এবং তিনি করেও গেছেন। সার কথা হল ড. আব্দুস সালাম সাহেবের সন্তান সন্ততিরা তখনকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে লিখেন যে, আমরা মুসলমান আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)কে মেনেছি। তাই ড. সালাম সাহেবের সন্তান সন্ততিরা লিখেছেন যেহেতু পাকিস্তানে আমাদের অধিকার আমাদেরকে দেওয়া হয় না, আমরা যে দাবি করি সেই দাবিকে স্বীকার কর হয় না তাই সরকারের এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা নিজেদেরকে পৃথক করে রাখছি। এর সাথে সম্পর্ক হীনতার ঘোষণা দিচ্ছি। এই ছিল ড. সালাম সাহেবের সন্তান সন্ততির প্রতিক্রিয়া।

পাকিস্তানের সংসদ যদি এ নাম পরিবর্তন করতে চায় সানন্দে করুক। সালাম পরিবার এবং জামা'তে আহমদীয়ার এতে কোন কিছু যায় আসে না। এরা আরো বলে যে, আহমদীদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা উচিত নয়। পাকিস্তানের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, আজ পর্যন্ত যত আহমদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন তারা দেশের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সচরাচর দেশের জন্য সিপাহী বা জুনিয়র কমিশনার অফিসার বা সর্বোচ্চ কর্ণেল মেজররাই ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু আহমদী তারা, যারা জেনালের র‍্যাংকে পৌঁছেছে আর সামনের সারিতে থেকে শহীদও হয়েছে আহমদী জেনারেলরা। পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমও আজকাল এটি নিয়ে কথা বলছে। সত্য সামনে রয়েছে। তারা বলছে যে, তোমরা কি বলছ! তারা জেনারেল আখতার, জেনালের আলীর নাম উল্লেখ করেছেন। প্রচার মাধ্যমে জেনালের ইফতেখারের নাম এসেছে যিনি শহীদ হয়েছেন। তো এই সংসদ সদস্য যিনি বড় জোরালো বক্তৃতা রেখেছেন

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট, ২৬ শে আগস্ট, ২০১৭)

এক আফগানি নতুন বয়াত গ্রহণকারিনী বলেন, তিনি এগারো দিন পূর্বে বয়াত করেন। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার (আই.) মৃদু হেসে বলেন: আপনি দিনের হিসেব তো বেশ মনে রেখেছেন। ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিজের পিতামাতার আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য দোয়ার আবেদন জানান। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোন ভাষায় কথা বলেন-পুশতু না কি ফার্সি? ভদ্রমহিলা বলেন, তিনি ফার্সিতে কথা বলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ফার্সি নযম পড়েছেন?

'জান ও দিলাম ফিদায়ে জামালে মুহাম্মদ আস্ত। খাকম নিসারে কোচায়ে আলে মুহাম্মদ আস্ত।'

আপনি কি এর অর্থ বোঝেন? এরপর হুযুর আনোয়ার তাকে সাদা কাগজে ফার্সীতে এই পঙক্তিটি লিখে দেন এর পর হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কি এটি পড়তে পারেন? ভদ্রমহিলা সেই পঙক্তিটি পড়ে হুযুরকে জাযাকাল্লাহ্ বলেন।

* কুর্দ (ইরাক) বংশোদ্ভুত এক ভদ্রমহিলা, যিনি বর্তমানে হল্যান্ডে থাকেন, তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সমীপে দোয়ার নিবেদন করেন এবং বলেন, যে তার স্বামী আহমদী নন এবং তার সঙ্গে আহমদীদের সম্পর্কও নেই। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত না স্বামীর মত পরিবর্তন না হয়, ততক্ষণ তাকে এসব কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আপনি তাঁর সঙ্গে এমন উন্নত আচরণ করুন যেন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এদিকে আকৃষ্ট হন। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তার একটি মেয়ে আছে এবং তার জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

* গ্যাম্বিয়ার এক ভদ্রমহিলা বলেন: তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দিয়েছে। তাঁর তিনটি ছেলে আর বংশে সে একা আহমদী। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর স্বামী কি আহমদী হওয়ার কারণে তাঁকে তালাক দিয়েছে আর ছেলেরা কি তার সঙ্গে থাকে? এর উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, আহমদী হওয়ার কারণে তাঁর স্বামী তালাক দেয় নি আর ছেলেরা কখনো পিতার কাছে থাকে আবার কখনো তার কাছে থাকে। ভদ্রমহিলা পুনর্বিবাহের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ কৃপা করুন।

একজন নতুন বয়াত গ্রহণকারিনী বলেন যে, তার নাম রুকাইয়া এবং তিনি মালির অধিবাসী। আঠারো বছর পূর্বে বয়আত করেছিলেন। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তার পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে না, বরং তারা ঘোর বিরোধী।তার তিন ভাই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। তার পিতার বয়স আটাত্তর বছর এবং তিনি আহমদী নন। পিতার জন্য তিনি কি করতে পারেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তার পিতার জন্য দোয়া করা উচিত। ভদ্রমহিলা বলেন , তার মেয়ের বয়স নয় বছর, সে এখন অসুস্থ। তার সুস্থতার জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ কৃপা করুন।

* এক ভদ্রমহিলা তার অসুস্থ মায়ের জন্য দোয়ার আবেদন করে বলেন, তিনিও নিজেও সন্তান সম্ভাবা। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

এরপর হুযুর আনোয়ার সহৃদয়তাপূর্বক ছোটদেরকে চকলেট উপহার দেন এবং অসুস্থ মেয়েটিকে আদর করেন। নতুন বয়আত গ্রহণকারিনীদের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্ব ৭টা ৩২ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

প্যালেস্টাইন থেকে আগত তিন আহমদী মহিলাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন প্যালেস্টাইনের তিন আহমদী যারা হলেন, সামাহ আব্দুল জলীল সাহেবা, আমাল আব্দুল জালীল সাহেবা, এবং সেহর মাহমুদ সাহেবা।

আহমদী হওয়ার কারণে আমাল আব্দুল জালীল সাহেবা এবং সেহর মাহমুদ সাহেবাকে তালাক দেওয়া হয়েছে। এই দুই বোনের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত রয়েছে। দুই বছর থেকে কাদিয়ানের জলসা সালানাতেও অংশ গ্রহণ করছেন আর এবছর জলসা সালানা জার্মানীতেও অংশ গ্রহণ করেন। তাদের এই সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হযরত আমীরুল মো'মিনীন (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করা। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক জার্মান সফরের শুরুতে কম সময় হওয়ার কারণে সাক্ষাতের সময় এই তিন বোন একেবারে ঘাবড়ে যান আর কাছে কোন অনুবাদক বা দোভাষীও ছিল না সেই কারণে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে তাদের কোন কথা হয় নি।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) আরব আহমদী ও অতিথিদেরকে ইজতেমার সময় সাক্ষাতের সুযোগ দেন, সেই সময় এই তিন বোনও হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য হাত তোলেন, কিন্তু সময়ে অপ্রতুলতার কারণে তারা সুযোগ পান নি।

এই সমস্ত কিছু দেখে তারা খুবই বিচলিত ছিলেন যে, হয়তো আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন, কেননা আমরা খলীফায়ে ওয়াক্তের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছি না। সুতরাং, নতুন বয়াত গ্রহণকারিনীদের সাক্ষাতের অনুষ্ঠানে এঁরাও সঙ্গে বসার সুযোগ পান। এই বৈঠকের শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন যেখানে তারা হুযুর আনোয়ার (আই.) সঙ্গে কথাও বলেন এবং দোয়ার জন্য আবেদনও করেন। তারা এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন যে, অবিরাম অশ্রুপাত করে চলেন।

তাঁরা বলেন: জার্মান জলসায় আমাদের অংশগ্রহণ কোন মোজেযা বা নিদর্শনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু. উপায় উপকরণের অভাব সত্বেও দোয়া এবং আল্লাহ্‌র উপর আস্থার কারণে তিনি আমাদের জীবনের সব থেকে বড় বাসনা পূর্ণ করেছেন। এই পর্যায়ে পৌঁছে আমরা বলতে পারি যে, যার অন্তরে খলীফায়ে ওয়াক্তের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অকৃত্রিম ব্যাকুলতা থাকে এবং সে তার জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'লা তার যাবতীয় জটিলতা ও সমস্যাবলী পথ থেকে দূর করে দেন। প্রথমে যখন আমাদের সঙ্গে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাক্ষাত হয়, তখন আমরা ভেবেছিলাম যে, হয়তো হাতে অনেক সময় পাব, কিন্তু খুবই স্বল্প সময় পাওয়া গিয়েছিল যা চোখের পলকেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল আর আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে কথা না বলার অপূর্ণ বাসনা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম।

আমাদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়, কেননা আমরা এমনটি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম যে, খোদা তা'লা হয়তো আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছেন। এই কারণে খলীফায়ে ওয়াক্তের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কোন কথা বলতে পারি নি। আমরা তো হুযুরের কাছে নিজেদের পরিচয়টুকুও তুলে ধরতে পারি নি। তাই আমরা পরে এসে কাঁদতে থাকি এবং তওবা ও ইস্তেগফার করতে থাকি এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের জন্য দোয়া করতে থাকি। আলহামদোলিল্লাহ॥ দুই দিন পর নিদর্শনমূলকভাবে আমাদের সাক্ষাত হয় যেখানে আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে মনের মধ্যে থাকা অধিকাংশ কথা বলে ফেলি। এই সাক্ষাতপর্বটি এমন ভালবাসায় পূর্ণ ছিল যে, আমাদের পূর্বের অনুভুতিটুকু ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে আর মন আনন্দে ভরে ওঠে।

সামাহ সাহেবা বলেন, আমি খলীফাকে যারপরনায় বিনয়ী এবং بَاخِعٌ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর প্রতিমূর্তি পেয়েছি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই রূপ দেখে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া উদ্ভুত হয়েছে।

সেহর মাহমুদ সাহেবা বলেন: আমি দোয়া করেছিলাম যে, হে খোদা! খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাতের সময় আমাকে তুমি এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ো যার দ্বারা আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং আশ্বস্ত হয়। সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে আমি এক জ্যোতিঃ দেখেছি যা আমার মনকে প্রশান্তি এনে দিয়েছে।

আমাল সাহেবা বলেন: আমি দোয়া করেছিলাম যে, খলীফার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় যেন এমন অনুভব হয় যে, ধরাপৃষ্ঠে খোদার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাত করছি। আমি দেখেছি যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) বড়ই বিনয়ী এবং بَاخِعٌ عَلٰى نَفْسِهٖ। দ্বিতীয়তঃ হুযুর আমাদের সমস্যার কথা জানতে পেরে বড়ই স্নেহ ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের মনের ভীতি দূর করার জন্য খুবই নম্রভাবে কথা বলেছেন যার ফলে সাক্ষাতের শেষে আমাদের সকলের মুখে হাসি ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নেতৃত্বে নামাযের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সামাহা বলেন: নামাযের সময় সূরা ফাতেহা ও অন্যান্য তিলাওয়াত কৃত সূরাগুলির অর্থ বুঝতে পারতাম। আমি মহানবী (সা.)-এর বাণী এই জলসায় এসে বুঝতে পেরেছি যেখানে তিনি বলেছেন, যে মজলিসে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয় সেটিকে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা ডানা প্রসারিত করে ঢেকে রাখে। অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্নেহ ও ভালবাসা দেখে 'রউফ' এবং 'হালীম'-এর অর্থ বুঝতে পেরেছি। হযরত আপাজানের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাত হয়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি। জলসার সময় আমরা চেষ্টা করে গ্রীন এরিয়ায় সেই স্থানে বসেছিলাম যেখান থেকে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে কাছে থেকে দেখা যাচ্ছিল। বায়তুস সুবুহ মসজিদ থেকে হুযুর রওনা হওয়ার সময় মানুষ বাইরে একত্রিত হয়েছিল, তাদেরকে দেখে আমার মদিনাবাসীদের কথা মনে পড়ে যখন মহানবী (সা.)-এর আগমণের সময় তারা শহরের বাইরে এসে একত্রিত হয়েছিল। এই জলসা আমাদের মনে নবীর অঙ্গিকার এবং মহম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্টাবলীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

জলসা সার্বিকভাবে সুব্যবস্থিত ছিল আর ডিউটি প্রদানকারী খুদ্দামরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আমাদের কোন প্রকারের অসুবিধা হয় নি।

এই জলসায় তাদের চতুর্থ অ-আহমদী বোন লামীস আব্দুল জালীল সাহেবাও তাদের আমন্ত্রণে এসেছিলেন। তিনি ইস্তোনিয়ার এক নব মুসলিমকে বিয়ে

করেছেন এবং সেখানেই বসবাস করছেন। তার সম্পর্কে আমল আব্দুল জালীল সাহেবা বলেন: যখন আমার বোন লামীস আব্দুল জালীলকে দেখলাম, তখন সে হিজাব বা পর্দা পরিহিতা ছিল না। সেই অবস্থায় দেখে আমি জোর ধাক্কা খাই। আমি মনে মনে বললাম, সে তো খুবই শিষ্টাচারিনী ছিল। আমি দোয়া করলাম যে, হে খোদা! তুমি নিজের শক্তিমত্তার নিদর্শন দেখাও এবং লামীসের মত মানুষদেরকেও ঈমানের সম্পদে ভুষিত কর।

জলসায় দ্বিতীয় দিন আমরা যখন হযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনার জন্য গ্রীন এরিয়ায় বসলাম, তখন লামীসকে দেখলাম সেও আমাদের সঙ্গে বসার সুযোগ পেয়েছে। হুযুর আনোয়ার যাওয়ার পর আমার সেই বোন বলল, তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে যার কারণে আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একথা শুনেই আমি কাঁদতে আরম্ভ করি এবং তাকে বলি যে, আমি তোমার জন্য অনেক দোয়া করেছিলাম। আলহামদোলিল্লাহ্॥ সে বয়আতও করেছে এবং এখন পর্দাও করছে। এরপর ইস্তোনিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে তার সাক্ষাতও হয়। আলহামদো লিল্লাহ। পরে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটি বড় জামাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কেউ যেন বলছে যে, তোমার অনেক বেশি অধ্যায়ন করা উচিত। এর পর তিনি জামাতের বই-পুস্তক অধ্যায়ন করা আরম্ভ করে দেন। প্রথম যে পুস্তকটি তিনি পড়েন সেটি হল ইসলামী নীতি দর্শন। পুস্তকটি পড়ে তাঁর উপলব্ধি হল এটি অতি উৎকৃষ্ট মানের পুস্তক।

নওমোবাঈনদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার ((আই.) ৭টা ৪০ মিনিটে নওমোবাঈন (পুরুষ)দের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এঁদের সংখ্যা ছিল ২২জন যাদের মধ্যে জামার্ন, আরব,তুর্কী, পোল্যান্ড, আফগানিস্তানের অধিবাসীরা ছিলেন।

* আফগানিস্তানের এক নতুন বয়আতকারী বলেন: আমি ফার্সি, উর্দু, জার্মান এবং পুশতু ভাষা বলতে পারি। এখানে জার্মানীতে সাড়ে তিন বছর থেকে বসবাস করছি। এখনও আমার ইন্টারভিউয়ের উত্তর আসে নি। আর এখনও আমার বিয়েও হয় নি। আমার বয়স ২৭ বছর।" ভদ্রলোক দোয়ার জন্য আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন আর বিয়েও হয়ে যাবে।

* এক ভদ্রলোক নিজের দুঃখ কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন; আল্লাহ্ তা'লা আপনার সকল দুঃখ কষ্ট দূর করুন।

সিরিয়ান বংশোদ্ভুত এক যুবক বলেন: আমার চার ভাই ছিল যারা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে মারা গেছে। এখন মা একা এবং তিনি আর্দানে থাকেন। দোয়া করুন মা যেন এখানে আমার কাছে চলে আসতে পারেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন।

* একজন নওমোবাই বলেন, আমার সম্পর্ক তুরস্কের সঙ্গে। আমি বয়আত করেছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন আল্লাহ্ তা'লা আপনার ইমান ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করুন।

এক আরব নও মোবাই বলেন: আমি ত্বকের রোগে কষ্ট পাচ্ছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দান করুন।

* এক যুবক বলেন: হুযুর আনোয়ার দোয়া করুন যেন সিরিয়া এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,আমি খুতবা জুমা এবং ভাষণাদিতে এবিষয়েই বর্ণনা করেছি এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

* এক জার্মান নও মোবাই প্রশ্ন করেন: সাক্ষাত করার পদ্ধতি কি? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনি নিজের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক করবেন এবং তাদেরকে অবগত করবেন, আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

* এক নও মোবাই বলেন-আমার পরিবারে দুই মাসের মধ্যে সন্তান আসতে চলেছে। সন্তানের জন্য এবং আমার সঠিক পথ-প্রদর্শনের জন্য দোয়া করুন। আমি ছেলের নাম আহমদ রেখেছি। প্রথম ছেলের নাম মহম্মদ। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন; আল্লাহ কৃপা করুন।

একজন নওমোবাই প্রশ্ন করেন যে, ইসলামে আনুগত্যের শিক্ষা দেওয়া হয়। আনুগত্যের সীমা কতদূর? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সঙ্গত বিষয়ে আনুগত্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যে কোন সঙ্গত সিদ্ধান্তের আনুগত্য করা আবশ্যক। খোদা তা'লা শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন। সেই শরীয়তের শিক্ষা এবং বিধি-নিষেধ মান্য করা এবং সেগুলির অনুশীলন করাই হল আনুগত্য। খোদা তা'লা বলেন আমার আনুগত্য কর। অতএব আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত শিক্ষানুসারে ইবাদত করাই হল আনুগত্য। কুরআন করীম যে সকল বিধি-নিষেধের কথা বর্ণনা করেছে এবং মহানবী (সা.) যে কিছু বর্ণনা করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলির উপরে খলীফাতুল মসীহ আর কোন কথা বলতেই পারে না। এটিই হল আনুগত্যের আদেশ। একবার মহানবী (সা.) একটি সেনাদল রওনা করেন। এক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় যাতে সকলে তার কথা শোনে এবং আনুগত্য করে। সেই ব্যক্তি একবার অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে তার সাথীদের সেই আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আদেশ দেয়। কিছু মানুষ তার আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং বলে আগুন থেকে রক্ষা পেতেই তারা মুসলমান হয়েছে, কিন্তু কিছু মানুষ আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়। আঁ হযরত (সা.) এই সংবাদ প্রাপ্ত হলে বলেন, যদি তারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত তবে চিরকাল আগুনেই থাকত। অতএব, এমন প্রকাশ্য পাপের কাজে আনুগত্য আবশ্যক নয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমানে তালিবান, দায়েশ অমুক কর, ঝাঁপ দাও (আত্মঘাতি হামলা কর-অনুবাদক) ইত্যাদি কথা বলে যে অত্যাচারপূর্ণ আদেশ জারি করে, সেগুলি মেনে চলা আনুগত্য নয়। এর পরিণামে তো জাহান্নাম রয়েছে।

* এক জার্মান অতিথি বলেন: আমার মা অসুস্থ। তাঁর জন্য দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।

* এক নওমোবাই নিবেদন করেন: আমি ২৭ শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বয়াত করেছিলাম। নিজের জন্য দোয়ার আবেদন করতে চাই। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ কপৃা করুন।

* এক আরব ভদ্রলোক বলেন: আমি আহমদী আর আজকেই বয়আত করেছি। সিরিয়ায় আমাদের ঘর ধুলিস্যৎ হয়েগেছে। আমার মাতা পিতা সেখানে গাড়ির মধ্যে রাত্রিযাপন করেন। আমিও তাদের সঙ্গেই ছিলাম। আমি এখন এখানে চলে এসেছি। তাদের জন্য সাহায্য এবং দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন; ইনশাল্লাহ তা'লা, আল্লাহ ফযল করবেন।

এক সিরিয়ান নওমোবাই বলেন: আমরা এখানে দুই ভাই রয়েছি। আরও দুই ভাই তুরস্কে রয়েছে। মাতা পিতার মধ্যে একজন লেবাননে রয়েছেন এবং অন্যজন সিরিয়ায় রয়েছেন। দোয়া করুন আমরা যেন একসঙ্গে হয়ে যায়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ ফযল করুন।

নওমোবাঈনের সঙ্গে হুযুরের এই সাক্ষাতপর্ব ৮টা ৫ মিনিটে শেষ হয়। সাক্ষাত শেষে সমস্ত নওমোবাঈন হুযুরের সঙ্গে একে একে ছবি তোলেন এবং করমর্দন করেন।

এখন প্রোগ্রাম অনুযায়ী জলসাগাহ কালসারবে থেকে মসজিদ বায়তুস সুবুহ (ফ্রঙ্কফোর্ট) যাওয়ার পালা। সওয়া আটটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করে সফরসঙ্গীদের নিয়ে রওনা হন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের গাড়ি যখন জলসা প্রাঙ্গণ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছিল, পথের দুই ধারে হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও কিশোর কিশোরী হাত নেড়ে হুযুরকে বিদায় জানাচ্ছিল। মানুষ অবিশ্রান্তভাবে নারা ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছিল। আর বালিকাদের দল দোয়া সংবলিত বিদায়ী -নযম পাঠ করছিল।

প্রায় এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সফরের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বায়তুস সুবুহতে পদার্পণ করেন। এরপর ১০টা ২০ মিনিটে তিনি মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

বয়াত করার পর অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজকে ৩৩জন ব্যক্তি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বয়আত কারীদের সম্পর্ক ছিল ১১টি বিভিন্ন জাতির সঙ্গে। তাদের খুশি অবর্ণনীয় ছিল। কয়েকজন নতুন বয়আতকারী নিজেদের প্রতিক্রিয়া ও আবেগ অনুভুতির কথা ব্যক্ত করেন যা তুলে ধরা হল।

* পর্তুগ্রীসে বসবসকারী গিনি বাসাউ বংশোদ্ভুত সালেহ গানু সাহেব জলসা সালানার সময় বয়আত করেন। তিনি বলেন: এখানে আসার পূর্বে একেবারেই আশ্বস্ত ছিলাম না। আমার মন-মস্তিষ্কে অনেক সংশয় দানা বেঁধে ছিল। কিন্তু এখানকার পরিবেশ এবং খলীফার ভাষণসমূহ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত কুরআন করীম এবং হাদীসের আলোকে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তব্য শুনে আমার মন প্রশান্তি লাভ করেছে এবং আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। সেই কারণেই আমি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমাদের দেশ গিনি বাসাউ বাসী অবহেলায় ঘুমিয়ে রয়েছে। তাদেরকে জাগিয়ে তোলা একান্ত জরুরী যাতে তারাও এই সত্যকে স্বীকার করে।

* পর্তুগ্রীসে বসবাসকারী মরোক্কো বংশোদ্ভুত মহসিন যুহদী সাহেব জলসা সালানায় জার্মানীতে অংশ গ্রহণ করে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ফিরে যাওয়ার টিকিট আগেই হয়ে যাওয়ার কারণে পর্তুগ্রীসের প্রতিনিধি দলের হুযুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয় নি। যাওয়ার পূর্বে তিনি একটি অডিও বার্তায় যুগ খলীফার প্রতি এভাবে ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন: আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ্ ওয়া বরকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আমি জামাতে আহমদীয়ার প্রতি যারপরনায় কৃতজ্ঞ যা আমাকে সত্য, প্রকৃত এবং পবিত্র ইসলামের পথ দেখিয়েছে। আমি এমনটি আর অন্য কোথাও পাই নি। আমি আহমদীয়াতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সমন্বয় ও সম্প্রীতির চেতনা দেখেছি যা অন্যত্র বিরলই দেখা যেতে পারে। এখানে এসে যে সময়টুকু অতিবাহিত করলাম তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কেননা, আমি ইসলাম সম্পর্কে এখানে অনেক কিছু শিখেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম না, কিন্তু আমি তাঁর সমীপে সালাম নিবেদন করছি। আশা করি, পরের বার অবশ্যই আমি সাক্ষাতের সুযোগ পাব। সালামের সঙ্গে আহমদীয়াতকে ধন্যবাদ।

* বেলজিয়াম থেকে আকজোয়া সোমিয়া সাহেবা, যিনি মরোক্কো

বংশোদ্ভুত, তিনি জলসা সালানা জার্মানীতে অংশ গ্রহণ করেন। একবছর তবলীগাধীন থাকার পর তিনি হুযুরের হাতে বয়াত করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভুতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ বড়ই ঈমান উদ্দীপক ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণাদি এবং নির্দেশাবলী আমার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে। আমার সকল সমস্যা এবং ভীতি ক্রমশঃ দূর হয়ে গেছে। আমি নিজের মধ্যে এক প্রকার পরিবর্তন অনুভব করেছি যে কারণে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

* আলবেনিয়া থেকে আগত এক অতিথি দিলিপ গার্গী সাহেব গত বছরও জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) তার কাছে গত বছর এবং এই বছরের জলসার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন:দুই বারের জলসাতেই তিনি প্রভাবিত হয়েছেন আর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ তাঁর মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে যার কারণে তিনি জলসার শেষ দিন বয়াত করে জামাতে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আর তাঁর ছেলে যে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিল গত বছরই বয়আত করেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাদের ঈমান ও অবিচলতার জন্য দোয়া করেন।

Tomas Rachmanovas নামে এক অতিথি বলেন: লিথুনিয়া থেকে স্ত্রী ও দুই সন্তান সহ জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি এই জলসা ইউটিউবে দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে যা কিছু আমি নিজের চোখে দেখলাম তা আমার কাছে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। এই জামাত খুবই সুন্দর ও শান্তিপ্রিয়। আর আনন্দের বিষয় হল এই জলসা আমি সপরিবারে দেখলাম। জলসায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য আমার শুভেচ্ছা।

থমাস সাহেব ২০১৩ সালে বয়আত করেন, আর তার স্ত্রী ও সন্তান হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের পর বয়আত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। থমাস সাহেবের স্ত্রী বলেন, আমি জামাতে সামিল হয়ে স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে একটি উন্নততর জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছি।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথি এবং নওমোবাঈনদের প্রতিক্রিয়া।

* খালিদ মিয়ায নামে আরব বংশোদ্ভুত একজন মুসলমান ব্যক্তি এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যিনি রেড-ক্রস সোসাইটির সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: আমি অ-মুসলিম বন্ধুদেরকে ইসলামের উপর আপত্তি করতে শুনতাম, কিন্তু মুসলমানদের পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং বিবাদের কারণে আমি ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারতাম না। আজ জলসায় আপনাদের জামাতের সম্মিলিত এবং ব্যক্তিপর্যায়ে শান্তি, ভালবাসা ও সমন্বয় দেখে এবং আপনাদের মধ্যে খলীফার প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য দেখে গর্বে আমার মাথা উঁচু হয়ে গেছে যে, আমি স্বচক্ষে এক এমন জামাত দেখেছি যার সদস্যরা শান্তিপ্রিয়, যাদের সমাবেশ সুব্যবস্থিত আর যাদের নেতা খোদার সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত। এখন আমি সেই অ-মুসলিম বন্ধুদের সামনে আপনাদের দৃষ্টান্ত বড়ই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরতে পারব এবং ইসলামের সম্পর্কে তাদের আপত্তিসমূহকে খণ্ডন করতে পারব। আমি যুগ খলীফার ছবি তুলেছি যা আমি আমার আরব আত্মীয়দের দেখাব যে, ইনি হলেন খোদার খলীফা।

মিশাইল ফিশার নামে এক জার্মান বন্ধু জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমি সংবাদপত্রে পড়েছি যে, আহমদীরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হত যে, শান্তির দাবিদার তো আরও অনেকেই রয়েছে। এখন এখানে এসে আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলাম যে, শান্তির দাবির সঙ্গে কর্মের পূর্ণ সামঞ্জস্যতার সাক্ষী কেবল এই জলসাতেই পাওয়া যেতে পারে, যেখানে মানুষ প্রেম-প্রীতি সহকারে নিজেরাও থাকে আর অন্যান্য আগত অতিথিদেরকেও স্বাগত জানায়। এত বড় সমাবেশ এত শান্তিপূর্ণ যে, দেখার পর বিস্ময় জাগে। অন্যথায় একত্রে পাঁচ শত মানুষ জমা হলেও ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে আপনাদের শান্তির দাবিকে আমি সত্য বলে স্বীকার করে নিচ্ছি।

* মারিয়া জোযে নামে লাতিন আমেরিকান বংশোদ্ভুত এক মহিলা এখানে জার্মানীতে পড়াশোনা করছেন। তিনি বলেন: এরপূর্বে ইসলাম বা আহমদীয়াত সম্পর্কে কোন পরিচয় ছিল না। প্যারাগুয়োর মুরুব্বী সিলসিলার স্ত্রীর মাধ্যমে জামাতের সম্পর্কে আমি পরিচিত হই এবং জানতে পারি যে, এখানে জার্মানীতে জামাতে আহমদীয়ার জলসা আয়োজিত হয়। তাই আমি জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য চলে আসি। এখানে এসে আমি এত জাতি ও বর্ণের মানুষকে এমন একাত্মতার সঙ্গে অবস্থান করতে আর সর্বত্র শান্তি ও নিশ্চলতার পরিবেশ দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। প্রত্যেকেই প্রশান্ত চিত্ত ছিল। কারো মনে কোন প্রকার ভীতি বা আশঙ্কা ছিল না। এমন শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য এক নুতন অভিজ্ঞতা ছিল। আমার ইচ্ছে, বার্লিন ফিরে গিয়ে জামাতে আহমদীয়ার মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব এবং জামাতের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করব। আপনাদের মধ্যে থেকে আমি আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি।

* মারাসি আগালা নামে এক জার্মান ভদ্রমহিলা জামাতের সঙ্গে অটুট সম্পর্ক রেখেছে চলেছেন। জলসার সময় তিনি বয়াতের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: আমি একে একে আমার প্রায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। বয়াত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের খলীফার সত্তায় এমন এক আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেছি যে, মনে হয় আমি আর বেশি দিন অতিথি হিসেবে এখানে আসব না, বরং এখন আমার নিজেরও বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। হুযুরের ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দকে আমি কায়মনোবাক্যে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। মন-মস্তিষ্কের মধ্যে যখন এমন সামঞ্জস্য দেখা দেয় তখন বয়আত করে নেওয়া উচিত।

* মেসিডোনিয়ায় একটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে কর্মরতা তিনজন ভদ্রমহিলা, নাতালিয়া, উলি কুক লেভা এবং মারিজা সাহেবা জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমাদের আশেপাশে অনেক মুসলমান বসবাস করেন, কিন্তু এমন অনন্য ইসলাম এবং এমন সামাজিক রূপ আমাদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে। আমরা আপনাদের সভ্য ও সদস্যদেরকে দেখেছি,এর শিক্ষামালা এবং নেতৃত্বকেও নিরীক্ষণ করেছি। এখন আমরা এই চেতনা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, সেখানকার মুসলমানদেরকে যেন আপনাদের জামাত সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। এই জামাত এবং এর জলসাগুলি অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এমন শান্তিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা এবং এমন সুসংগঠিত জামাত আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে। এবার আমরা কারো আমন্ত্রণে এসেছিলাম, কিন্তু আশা করি আগামী বছর অতিথিদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব আর আমরা নিজেরাই মেসোডোনিয়ার মুসলমানদের কাছে আপনাদের জামাতের পরিচয় করিয়ে দিব।

*মাইকোলাস সাহেব নামে লাতোভিয়া থেকে একজন খৃষ্টান অতিথি এখানে এসেছিলেন। তিনি একজন ছাত্র। এবং ধর্ম বিষয়ক গবেষণার কাজে আগ্রহ রাখেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: ধর্মের বিষয়ে আমার গভীর আগ্রহ রয়েছে। এই কারণেই আমি জামাতের শিক্ষামালা অধ্যায়ন করেছি আর এখন এর বাস্তবায়নও স্বচক্ষে দেখলাম। আপনাদের শিক্ষামালা এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি আমার কাছে ইতিবাচক এবং আকর্ষণীয় বলেই মনে হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মধ্যে আমি এক প্রকার আধ্যাত্মিক চেতনা অনুভব করেছি।

* লাতোভিয়ার এক মহিলা সাংবাদিক আগাস্টাস সাহেবা বলেন: আমি বিগত ছয় মাস যাবৎ ইসলামের বিভিন্ন ফির্কা সম্পর্কে একটি প্রকল্পে কাজ করছি। আমি ইস্তাম্বুলেও গিয়েছিলাম এবং সেখানে বিভিন্ন ইসলামী ফির্কার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছি। কিন্তু এখানে জামাতে আহমদীয়ার ইমামকে দেখে মনের যে অবস্থা হয়েছে তা বর্ণনা করার জন্য আমার কাছে ভাষা নেই। আমি খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বর্তমান যুগে উগ্রবাদের প্রতিকার কি? তিনি দুটি শব্দ দ্বারাই এই জটিল প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গীন উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এমন সমস্যার একটিই সমাধান-Right Education

বস্তুতঃ সঠিক শিক্ষাই যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

লাতোভিয়ার কুরতাবা ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর লুলি ডিয়ায সাহেবা জলসা প্রসঙ্গে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন:জীবনে এই প্রথম মুসলমানদের এত বড় কোন সমাবেশে যোগদান করেছি। আমি এই প্রথম জামাতে আহমদীয়ার ইমামকে কাছে থেকে দেখা আমার জন্য বিশেষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ মূহুর্ত ছিল যা সারা জীবনের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি যদি সেটি বর্ণনা করতে যাই তবে আমার ভাষা এবং আবেগ অনুভুতি সঙ্গ দিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই জামাত এবং জামাতের খলীফা অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা আর এই পার্থক্য আমি অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করতে পারি।

* জলসায় বছর তেরোর একটি ছেলে তার ভাই, খালা এবং মায়ের এক বান্ধবীর সঙ্গে যোগদান করেছিল। সেই ছেলেটি বলে: আমি জলসায় একাই আসতে চাইছিলাম। কিন্তু আমি ছোট বলে মা আমাকে একা ছেড়ে দিতে চাই নি। কেননা, তিনি জলসা এবং জামাত আহমদীয়ার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তখন জামাতে আহমদীয়ার এক আরব সদস্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাকে আশ্বস্ত করেন এবং জলসা এবং জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে অবহিত করেন। আমি জলসা থেকে অনেক কিছু শিখেছি যেমন- উন্নত আচার আচরণ, সত্যবাদিতা, আহমদীদের ঐক্য।

.....

আমি খারাপ কিছু দেখি নি এবং আরবদের ইজতেমায় আহমদীদের খলীফার প্রতি ভালবাসাও দেখেছি। খলীফা যখন আহমদী সদস্যদের সামনে দিয়ে হেঁটে যান, তখন অনেকে আনন্দের উচ্ছাসে কাঁদতে আরম্ভ করে। খলীফার প্রতি তাদের এই ভালবাসার দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তার মা বলেন, ইনশাল্লাহ্ আগামী বছর আমিও সেখানে যাব। খুব ভালভাবে আমাদের আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছে। বিবাহ-অনুষ্ঠানাদিতে কয়েক শ মানুষ একত্রিত হলে বাথরুম, খাবার টেবিল ইত্যাদি সমস্ত কিছু অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু

এখানে জলসায় এত মানুষের সমাবেশ হওয়া সত্বেও বাথরুম, খাবার টেবিল এমনকি বাইরের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। আমি আহমদী নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে সততা ও মানবতা দেখেছি। বিশেষ করে এই যুদ্ধের পর আমরা যে দেশে বসবাস করছিলাম, সেই যুদ্ধ আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যাতে আমরা ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, ঘর থেকে রওনা হওয়া থেকে পুনরায় ঘরে ফেরা পর্যন্ত আমাদের পুরো যত্ন নিয়েছেন।

* আকরম আদদুমানী নামে এক সিরিয়ান ব্যক্তি বলেন: প্রায় এক মাস পূর্বে আহমদীদের একটি তবলীগি বৈঠকে এক বন্ধুর মাধ্যমে জামাতে আহমদীয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেখানে প্রথম জামাতে আহমদীয়ার বিষয়ে শুনি। এরপর আমি পরিবার সহ জলসায় আসি। এখানকার মানুষ খুবই ভাল এবং অতিথিপরায়ন। জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সহৃদয়তা এবং ভালবাসা সহকারে কথা বলছিল। এই জলসায় যে জিনিসটিকে আমি একটি নিদর্শন মনে করি সেটি হল, এত বিশাল সমাবেশে তিন দিনে একটি বারের জন্যও পরস্পরের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ চোখে পড়ে নি। হজ্জের সময়ও মানুষ কখনো কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দেয়। কিন্তু এখানে আমি কাউকে পরস্পরের প্রতি উচ্চস্বরে কথা বলতেও শুনিনি। আরও একটি জিনিস যাকে আমি নিদর্শন মনে করি সেটি হল এই যে, আহমদীরা অতিথি মহিলাদেরকে ভ্রাতৃত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। এমনকি আমার স্ত্রী আমাকে বলছিল যে, এখানে কেউ তার দিকে কু-দৃষ্টি দেয় নি। খলীফা যখন আরবদের সঙ্গে সাক্ষাত করছিলেন, তখন আমি সিরিয়ায় আমার নিরুদ্দেশ ভাইয়ের জন্য দোয়ার আবেদন করতে চাইছিলাম। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, খলীফা একজন পুণ্যাবান ব্যক্তি এবং তাঁর দোয়া আল্লাহ্ তা'লার কাছে গৃহীত হয়।

* রেহাফুল ইউসুফ নামে এক সিরিয়ান ভদ্রমহিলা বলেন: জলসা অসাধারণ ছিল। আমি ফেসবুকে জামাত সম্পর্কে পরিচয় লাভ করি। এরপর আমি জামাতের বিষয়ে সবিস্তারে জানার উদ্দেশ্যে জলসায় অংশগ্রহণ করতে মনঃস্থির করি। আমি ভাষণাদি শুনেছি এবং কয়েকটি প্রশ্নও করেছি, যেগুলির কয়েকটির উত্তর সত্য-ভিত্তিক ছিল এবং কয়েকটির বিষয়ে আমাকে আরও যাচাই করে দেখতে হবে। আপনারা সত্যিই খুবই সত্যবাদি এবং আপনাদের কাছে সত্যিকারের ঈমান ও তাকওয়া রয়েছে। আপনাদের মধ্যে আমি অফুরন্ত ভালবাসা ও শান্তি অনুভব করেছি আর আমরা এখানে অনেক সম্মান ও ভালবাসা পেয়েছি।

নুরুদ্দীন আল জুমআ নামে একজন নতুন আরব বয়াতকারী বলেন: কিছুকাল পূর্বে আমি জামিয়া আহমদীয়া জার্মানীতে আরবদের সঙ্গে একটি বৈঠকের পর বয়আত করি। এটি আমার প্রথম জলসা ছিল। এত বিশাল জনসংখ্যা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত বিষয় ছিল। এই বিষয়টি আমাকে আলোড়িত করেছে। যখন আমি জানতে পারি যে, বয়আতের সময় আমি সবার প্রথমে বসব, তখন তা আমার মধ্যে এক বিস্ময়কর সুখের অনুভুতি সৃষ্টি করে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, আমার হাত হযরত আমীরুল মু'মিনীনের পবিত্র হাতের মধ্যে থাকবে। হযরত আমীরুল মু'মেনীন যখন হলঘরে প্রবেশ করেন, আর সেখানে উপস্থিত লোকেরা নারা ধ্বনি দিতে থাকেন তখন আমি কাঁপতে আরম্ভ করি এবং ভীতি অনুভব করতে থাকি। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন সেখানে পৌঁছে যাওয়ার পর আমার সেই ভয় ক্রমেই উধাও হয়ে যায়। .....জলসার সমাপ্তিতে এখন আমি বলতে পারি যে, জীবনে আমি প্রথম সত্যিকার ইসলাম দেখলাম। এখন আমি নামাযের বিষয়ে পূর্বের থেকে বেশি নিয়মানুবর্তী আর নিজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন অনুভব করছি।

* ইব্রাহিম আল খালাফ নামে একজন সিরিয়ান নতুন বয়আতকারী যুবক বলেন- জলসার প্রত্যেকটি জিনিসই খুব ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন অন্য কোন জগতে এসে পড়েছি। হযরত আমীরুল মু'মিনীন আরবদের সঙ্গে সাক্ষাত করার সময় তিনি আমাকে তাঁর পবিত্র হাত চুম্বন করার সুযোগ দেন। আমার জন্য এটি বিরাট বড় বিষয় ছিল। জলসার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নওমোবাঈনদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় আমার জন্য সব থেকে বড় বিষয় ছিল এই আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে আছি। জলসার সময় কেবল একটি বিষয়ে দুঃখ ছিল আর তা হল আমার স্ত্রী সঙ্গে ছিল না, থাকলে সেও হুযুর আনোয়ারের হাতে বয়াত করত। তারও জলসায় আসার একান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু সন্তানসম্ভবা হওয়ার কারণে সফর করা তার জন্য কষ্টকর ছিল। এখন আমি নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে সৌভাগ্যবান মানুষ বলে মনে করি। আমরা ক্রমাগত তিন দিন জামাত আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক দস্তরখানা থেকে আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণ করেছি। আলহামদোলিল্লাহ।

* মহম্মদ আলি নামে আরেক সিরিয়ান ব্যক্তি বলেন: আমি দ্বিতীয়বার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। এবছরের জলসার ব্যবস্থাপনা গতবছরের তুলনায় বেশি সুব্যবস্থিত ছিল। মুবাল্লিগীন এবং কর্মীদেরকে তৎপরাতা পূর্বের চেয়ে বেশি চোখে পড়েছে। এমনকি সকালে হোটেল থেকে জলসাগাহ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় জলসাগাহ থেকে হোটেল পর্যন্ত বাসের উপর মুবাল্লিগগণ অতিথিদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলতে থাকেন। এবছর জলসার সবথেকে অনন্য বিষয়টি ছিল আরব আহমদী ও অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান। আমি সকল প্রবন্ধক এবং স্বেচ্ছাসেবীদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

* উসামা আবু মহম্মদ জালবী সাহেব বলেন: জলসায় এত বেশি মানুষের সমাবেশ সত্বেও ব্যবস্থাপনা উৎকৃষ্ট মানের ছিল এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এত বেশি মানুষ উপস্থিতি সত্বেও সেবার মান দৃষ্টান্ত স্থানীয় ছিল। আমাদের আহমদী ভাইয়েরা আহারাদি থেকে বাসস্থান সমস্ত কিছুর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছে। একথা স্পষ্ট যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজের মধ্যে যে সত্যবাদিতা লক্ষ্য করেছি তা ইসলামের অপরাপর ফির্কাগুলির মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমি আহমদী নই, কিন্তু আপনাদের সমস্ত কাজের প্রশংসা না করে পারি না।

* বেলজিয়াম থকে আকজোয়া সোমিয়া সাহেবা যিনি মরোক্কো বংশোদ্ভুত, তিনি জলসা সালানা জার্মানীতে যোগদান করেন। একবছর তবলীগাধীন থাকার পর জলসা সালানা জার্মানীতে আল্লাহ্‌র ফযলে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে বয়আত করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি নিজের আবেগ অনুভুতি ব্যক্ত করে বলেন- হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ বড়ই ঈমান উদ্দীপক ছিল। তাঁর ভাষণ এবং নির্দেশনাবলী আমার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমার যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা ক্রমেই দূর হতে থাকে এবং আমি নিজের মধ্যে নতুনত্ব খুঁজে পাই যা আমার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়।

* বেলজিয়ামের এক বন্ধু ইউসুফ আল গানী সাহেব বলেন- জলসা সালানা জার্মানীতে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল, কেননা এই জলসায় হুযুর আনোয়ার (আই.) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ এবং অন্যান্য বক্তাগণের বক্তৃতাও উৎকৃষ্ট মানের ছিল। আমার ছেলেরাও সঙ্গে ছিল, তারাও এই জলসা উপভোগ করেছে। জলসার পর আমরা যখন ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন আমার ছেলেরা জিজ্ঞাসা করছিল যে, আমরা কি আরও কিছু সময় এখানে থাকতে পারি না? এটিই এই জলসার বিশেষত্ব যে, কেউ একবার অংশগ্রহণ করলে ইচ্ছা করে এই আশিসপূর্ণ দিনগুলি যেন শেষই না হয়। জামাতের সকলেই উন্নত আচরণ প্রদর্শন করছিল যা অন্যত্র দেখা যায় না।

* ফ্রান্সে অবস্থানরত আইভোরি কোস্টের একজন আহমদী যার নাম হল জামান্দে আদমা, তাঁর পিতাও আহমদী ছিলেন, কিন্তু জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনিও এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন-জলসা সালানার এই তিনটি দিনে যা কিছু আমি অনুভব করেছি তা আমার কাছে একথায় অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। যেন আমি এক নতুন জীবন লাভ করেছি। আমি নিজের প্রকৃত পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলাম। আমি সেই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের চেতনা লাভ করেছি যা আমার পিতা আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। আমি ভাইদেরকে এবিষয়ে জানালে তারাও যারপরনায় আনন্দিত হয় আর আমার জলসার ছবি দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হওয়ায় আমার চোখদুটি কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

* আলজেরিয়ার এক অতিথি বলেন: আপনাদের উৎকৃষ্ট মানের আতিথেয়তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। জামাত আহমদীয়ার পীঠস্থানের দর্শন করা এক অনুপম অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসাকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হওয়া ছাড়া যে দিন কারো কোন সন্তান বা সম্পদ কোন কাজে আসবে না, সেদিন তিনি যেন আপনাদের অংশে কেবল পুণ্য লেখেন। জামাতে আহমদীয়ার খলীফার সঙ্গেও আমার সাক্ষাত অসাধারণ ছিল। তাঁর মধ্যে আমি এক আধ্যাত্মিক সেনাপতি দেখেছি যিনি মুর্শিদ, মুরুব্বী, সহানুভুতিশীল এবং মানবীয় মূল্যবোধের ধারক ও বাহক এবং শান্তি ও নিরাপত্তার অভিলাষী।

* পূর্ব জার্মানীর প্রাদেশিক সংসদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন গ্রীন পার্টির এক সদস্যা যাঁর নাম হল আস্ট্রেড ওয়ার্থে বাইনেলীশ সাহেবা। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- সর্বপ্রথম আমাকে জলসায় আহ্বান করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। জলসায় অংশগ্রহণ করার পর এত বিশাল সমাবেশ দেখে আমি প্রথমে মনে করি হয়তো এটি খৃষ্টানদের কোন সমারোহ। কিন্তু এটি তো মুসলমানদের জলসা ছিল। আর তারা এমন মুসলমান ছিল যাদের মধ্যে আমি শ্রদ্ধা,সম্মান ও ভ্রাতৃত্ববোধের মত মানবীয় মূল্যবোধ পেয়েছি। জলসার যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হল, এখানে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়েছিল আর সকলে পরস্পরের সঙ্গে প্রেম ও সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করছিল। আমি আগামী বছরও এই জলসায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং এখানে আরও বেশি সময় কাটানোর এবং জলসার বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করব। জামাতে আহমদীয়ার খলীফার ভাষণও শোনারও সুযোগ হয়েছে। তাঁর উদার চিন্তাধারা, অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদর্শীতা আমার হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। একটি বিষয় যা আমাকে সব থেকে বেশি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 16 Nov, 2017 Issue No. 46

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রভাবিত করেছে সেটি হল এক-অদ্বিতীয় খোদার ধারণা, যিনি মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী এবং সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খোদা। আর এবিষয়টিও আমাকে প্রভাবিত করেছে যে, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান এবং সকল মানুষের অধিকার সমান। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের আলোচনা করেছেন তাতে আমি হৃদয়ে একপ্রকার প্রশান্তি লাভ করছি। এই প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ এবং নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের সমাবেশে অংশগ্রহণ আমি কখনো ভুলব না। এখন কেবল প্রয়োজন হল জামাত আহমদীয়ার এই শান্তিপূর্ণ বার্তা যেন সকলের কাছে পৌঁছে যায় আর এ বিষয়ে আমি আপনাদের যথাসম্ভব সাহায্য করব।

আবু বাকার রহিমী নামে অস্ট্রিয়ার এক নতুন বয়াতকারী যুবক এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে পিতামাতার পক্ষ থেকে তাঁকে ঘোর বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নিজের অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন-জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমার মধ্যে এই অনুভুতি ছিল যে, জলসা সালানা অসামান্য গুরুত্ব বহন করে, কিন্তু এই জলসায় অন্তর্নিহিত আশিস এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি আমার অনুমান এবং প্রত্যাশার অনেক উর্দ্ধে ছিল। আমি যদি আগে থেকে জানতাম যে, জলসার পরিবেশ এত পবিত্র এবং আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ হবে তবে এতে অংশ গ্রহণের জন্য আমি আগে থেকে নিজেকে তৈরী করতাম। যারা অভ্যন্তরীণভাবে তৈরী হয়ে এসেছিল তারা এই জলসা থেকে বেশি কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। এখন আমি ধারণা করে নিয়েছি। আগামী বছর আমি আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির সঙ্গে এখানে আসব আর গোটা বছর এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করব যাতে আগামী বছর আমিও আরও বেশি কল্যাণের অংশীদার হতে পারি। তিনি বলেন- হুযুর আনোয়ার (আই.)কে প্রথম দেখেই আমি মনে করে নিয়েছি যে ইনি হলেন জ্যোতির প্রতিমূর্তি। তাঁর থেকে বিচ্ছুতির জ্যোতির কিরণে সূর্যালোকের ন্যায় অবিশ্বাস্য ধরণের এক শক্তি রয়েছে। তিনি যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন একটি জ্যোতির বৃত্ত তার চতুর্পাশকে আলোকিত করে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাঁর চাহনিতে এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত রয়েছে। তিনি যখন আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, মনে হল যেন তিনি আমার উপরও কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এই মূহুর্তটি আমার জন্য অমূল্য ছিল যা আমি কখনও ভুলতে পারব না।

* মিরকো অল্টার সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন-এত সমাবেশ এবং গরম হওয়া সত্বেও সর্বত্র মানুষ পরস্পরকে সম্মান দিচ্ছিল। আমি অনেকের সঙ্গে করমর্দন করেছি এবং তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেছি। এরা যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করেছে তাতে আমি দেখেছি কোন ধরণের অতিরঞ্জন ছিল না, বরং এর মধ্যে সত্যবাদিতা দেখেছি। জামাত আহমদীয়ার ইমাম মহিলাদের জলসাগাহেও আসেন যেখানে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষন দান করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী ছাত্রীদেরকে পুরস্কারে ভুষিত করেন। তিনি বলেছেন যে, মহিলারা যদি কাজ করে কোন অর্থ উপার্জন করে, তবে সেই অর্থ তাদের নিজেদের, আর পুরুষ যদি উপার্জন করে তবে সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখা তার কর্তব্য। মহিলারা বেশি শক্তি রাখে সেই কারণেই তাদেরকে সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই জন্য নয় যে, তারা দুর্বল। বস্তুতঃ পুরুষরা এত কঠিন কাজ করতেই পারে না। দ্বিতীয় দিন ইমাম জামাত আহমদীয়া যেভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন তাও বিস্ময়কর ছিল। কোথাও আমার এমনটি মনে হয় নি যে, তিনি নিজের অবস্থান বর্ণনা করার জন্য কোন প্রকার সংকোচ রেখেছেন। এখানে জলসায় অংশ গ্রহণ করে এবং খলীফাকে দেখে আমি উপলব্ধি করেছি যে, আহমদীরা খলীফাকে এত বেশি সম্মান কেন করে। নিঃসন্দেহে তিনি এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং একজন সম্মানীয় ও পুণ্যবান মানুষ। তাঁর কথাবার্তাতেই তাঁর বৈশিষ্টাবলী ফুটে ওঠে। বিষয় যতই জটিল হোক না কেন, তিনি নিজের মতবিশ্বাস ও অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আমার এ বিষয়টি খুবই ভাল লেগেছে যে, আহমদীরা শিক্ষার উপর জোর দেয় আর যারা জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাদেরকেও বলে দেয় যে, প্রথমে জামাতের সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যায়ন করুন তার পর জামাতে আসুন। এইভাবে একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ যখন সম্মিলিত হয়ে খোদাকে ডাকে, তখন সেই দৃশ্যটি খুবই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক মনে হয় যা এক কথায় অবর্ণনীয়।

* জেমস ল্যান্ডার নামে সুইজারল্যান্ডের এক অতিথি যার সম্পর্ক The Church of Jesus Christ of Latter day Saints-ফির্কার সঙ্গে। তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে এক আহমদী বন্ধুর কাছে গিয়ে বলেন যে, আপনাদের খলীফার অটোগ্রাফ চাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনার মনে অটোগ্রাফ নেওয়ার কথা কিভাবে এল? তিনি বলেন, এই ব্যক্তির মধ্যে সত্যিই বিশেষ কোন আকর্ষণ রয়েছে। যা কিছু তিনি বলেছেন পুরোপুরি সত্য। আমি যখন তাঁর ভাষণ শুনছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল তাঁর মধ্যে যেন দিয়ে রুহুল কুদুস বলছে।

দুইজন তবলীগাধীন অতিথি Hrtem Selutin এবং Oner Ozdenir এঁদেরকে যখন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার কথা জানানো হয় তারা খুবই আশ্চর্য হন এবং বলেন- জামাতে আহমদীয়ার ইমাম শান্তির প্রতিষ্ঠার কথা শুধু মুখেই বলেন না, বরং এর জন্য বাস্তবেও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টায় রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাঁর চেহারায় অসামান্য দীপ্তি ও প্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়।

জলসা প্রাঙ্গণে সাফাই অভিযানের কথা শুনে তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে বলেন- এই বস্তুবাদিতার যুগে কে নিজের সময় ও সম্পদ ব্যয় করতে যায়। এখানে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী বিনয় ও নম্রতার জীবন্ত চিত্র। আমরা মুসলমানদের অনেক ফিরকা দেখেছি, কিন্তু জামাত আহমদীয়ার থেকে উন্নত কোন ফির্কা আমি দেখিনি। আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম।

জলসা সালানা জার্মানীর মিডিয়া কভারেজ

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় জলসা সালানা জার্মানীর ব্যপক হারে প্রচার হয়েছে। জলসা সালানার প্রথম দিন সাংবাদিক সম্মেলন হয় যেখানে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক ও প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন।

আন্তজার্তিক মিডিয়ার মধ্যে ছিল ইতালি, মেসোডোনিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল এবং বেলজিয়ামের টিভি এবং সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক এবং প্রতিনিধিরা। জাতীয় স্তরে ছিল জার্মানী ৪টি টিভি চ্যানেল এবং ৩টি সংবাদপত্রের প্রতিনিবির্গ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় স্তরে একটি টিভি, একটি রেডিও এবং ৪টি সংবাদপত্রের প্রতিনিধবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সামগ্রিকভাবে জলসা সালানার তিনটি দিনেই কভরেজ দেওয়া হয়। রিপোর্ট অনুসারে ৫টি টিভি চ্যানেল, ৩টি রেডিও চ্যানেল এবং ৬১টি সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মোট ৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫১৩ জন মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত যে কভারেজ দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে সেগুলির মাধ্যমে তাদের দর্শকের হিসেব অনুযায়ী ৪কোটি ১৩ লক্ষ ১২ হাজার মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে যাবে।

অতীতের রীতি ভেঙ্গে এবছর সংবাদ মাধ্যম কেবল তথ্য পরিবেশনই করে নি, বরং কয়েকটি রিপোর্টে জলসাগাহ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাতকারও ধারণ করেছে। এছাড়াও আমুরে খারেজার কর্মীবৃন্দ, লাজনা, পার্কিং, রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতি বিভাগে যে সব সাধারণ আহমদীরা ছিলেন তাদেরও সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত প্রতিনিধিবর্গ যারা সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন, তারা প্রায় তিন ঘন্টা পর্যন্ত জলসাগাহে উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। যদিও প্রবন্ধের জন্য জায়গা কম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাংবাদিকরা বিস্তারিত নোটস নিয়েছেন। একজন সাংবাদিক কয়েক ঘন্টার অডিও রেকডিং করেন। তিনি তিলাওয়াত এবং বক্তব্য রেকর্ড করেন।

ZDF + TV -সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই উক্তিটিকে স্থান দিয়েছে- "আমি আপনাদের সঙ্গে ধর্মীয় রীতি অনুসারে করমর্দন করি না ঠিকই, কিন্তু যখনই আপনাদের প্রয়োজন পড়বে বা কোন বিষয় সামনে এসে দাঁড়াবে তখন আপনারা আমাকে সাহায্যকারী হিসেবে সামনের সারিতে পাবেন। " হুযুর আনেয়ার (আই.)-এর উক্তিটিকেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ করেছে। সংবাদপত্রিকাগুলি মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের সারাংশও উপস্থাপন করেছে। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য ভাষণগুলি থেকেও কিছু কিছু বিষয় তুলে ধরেছে।

*জার্মানীর Baden TV ইন্টারনেটে জলসার নেতিবাচক সংবাদগুলি সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্যদাতাদেরকে একটি অডিও-র মাধ্যমে চমৎকার উত্তর দিয়েছে যাতে তারা জামাতের নীতি-বাক্য 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা

এরপর দুইয়ের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir